GANDHI NEWS
গান্ধী সংবাদ

Vol.18, No.3

October-December, 2023

BULLETIN OF | GANDHI MEMORIAL MUSEUM

Gandhi news
গান্ধী সংবাদ

October- December, 2023

Editor : Professor Jahar Sen

সম্পাদক : অধ্যাপক জহর সেন

Contribution : Rs. 20/-

বিনিময় : ২০ টাকা

GANDHI NEWS
গান্ধী সংবাদ

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩

সূচিপত্র

১.	**Editorial**	:	The Origin and Limitation of *Ahimsa*	০৫
২.	**অভ্র ঘোষ**	:	মহাত্মা গান্ধীর সাংবাদিকতা	০৭
৩.	**Mark Irving Lichbach**	:	An Evaluation of 'Does Economic Inequality Breed Political Conflict?' Studies	১৩
৪.	**Prof. Nirban Basu**	:	**Mahatma Gandhi and Indian Labour** In the Light of Gandhian Philosophy of Labour-Capital Relationship	২৯
৫.	**রেজাউল করীম**	:	মনীষী মওলানা আবুল কামাল আজাদ	৪২
৬.	**জহর সেন**	:	প্রগতির মরীচিকা	৪৬

Editorial

The Origin and Limitation of *Ahimsa*

Since ancient times, scholars have tried to uncover Indian Etlos of *ahimsa* (non-injury). *Ahimsa* contradicts the dominant sacrificial of Brahmanical ideology of Hinduism. *Ahimsa* contributed to the emergency of new ethics of vegetarianism.

Wandering ascetics and mendicants who had foresaken their ritual, economic an caste obligations worked upon their own bodies dietary formulations. All these altered social and ethical formulations (relationship) in relation to societies upon which they continued to depend for sustenance.

M. K. Gandhi has experimented with *ahimsa* throughout his entire life.

Through his activist employment of the principle, Gandhi attempted to express and innovative view of *ahimsa*. First, *ahimsa* is an active principle of self-surrounding love. Secondly, the principle of *ahimsa* is a possible basis for creation of a modern state.

Thirdly, the principle of *ahimsa* is a special moral legacy of the Indian people.

Both Indians and non-Indians are puzzled by the excess amount of actual violence which characterizes the Indian Sub-continent.

Early Buddhists and Jaina mendicants were aware of violence and propagated an ethos of *ahimsa*. It was not primarily a moral code of a protest movement. It was rather a potent ideology usefull in the effective emergence of statecraft and commerce. Buddhism and Jainism were very much connected with both statecraft and commerce.

Jaina ethics of *ahimsa*, both among asceties and lay people, made it meaningful only in particular social, economic and political climate. Mendicancy is entirely dependent on patronage. The sphere of effectiveness of the principle of *ahimsa* remains narrowly circumscribed and powerless to illuminate and indict larger structures of social and economic conflict.

Dr Gail Hinich Sutherland during November 1994, at the Indian Institute of Advanced Study, Shimla, explained the origin and limitation of *Ahimsa*.

''The principle of *ahimsa*, I contend, emerged precisely, as a useful compensatory morality which was never meant to be generalized within any larger arena than that of personal responsibility for non-injury of sub-human lifeforms. In this sense, it was undoubtedly a doctrine that was advantageous for monarchs to adopt as they attempted to wrest authority away from the brahmanical establishment without ceding their own expedient use of political aggression.''

মহাত্মা গান্ধীর সাংবাদিকতা

অভ্র ঘোষ*

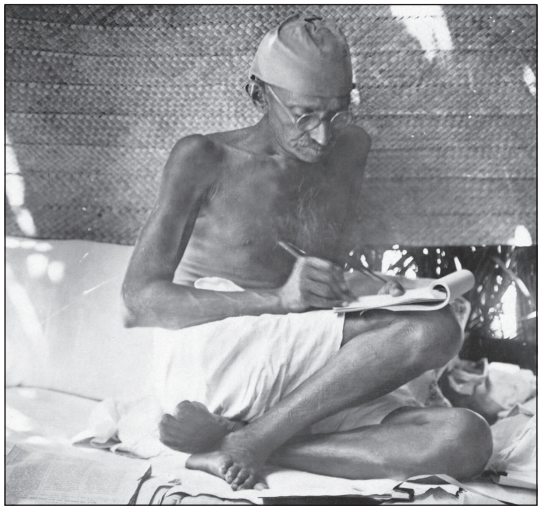

মহাত্মা গান্ধীর রচনাবলি সাতানব্বইটি খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত। তার মধ্যে প্রথম বারোটি খণ্ডে আছে তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলনের চিন্তাধারা। অথচ আমরা সকলেই জানি গান্ধী দুটি মাত্র পুস্তিকা লিখেছেন, *হিন্দ স্বরাজ*—প্রথমে গুজরাটি ভাষায় ১৯০৯ সালে। ১৯১০-এ তার ইংরেজি অনুবাদ। আর ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল *অ্যান অটোবায়োগ্রাফি, অর দ্য স্টোরি অব্ মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ*। মূল গুজরাটি থেকে এটি অনুবাদ করেছিলেন মহাদেব দেশাই।

তাহলে মোটা মোটা সাতানব্বই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত রচনা এলো কোথা থেকে—কীভাবে? এসবের উৎস কী? সেই রহস্য সমাধান করতে হলে জানতে হবে গান্ধীর সাংবাদিকতার ইতিহাস। সারা জীবনে গান্ধী চারটি গুরুত্বময় পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক-কৃষকদের (যাঁদের কুলি বলা হত) এবং অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত শোষণক্লিষ্ট ভারতীয়দের নানাবিধ দাবি আদায়ের জন্য গান্ধীর নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তৈরি হয়েছিল নাটাল কংগ্রেস—ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে। ওই সময়েই গান্ধীজি একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতে শুরু করলেন। নাম ছিল তার *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন*। ১৯০৩ সালের ৬ জুন তার প্রথম প্রকাশ। ইংরেজি ছাড়াও অনেকগুলি ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত হত এই পত্রিকা—গুজরাটি, হিন্দি ও তামিল ভাষায়। গান্ধী অহিংসা, সত্যাগ্রহ এবং ওই সময়ের আন্দোলনের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা লিখতেন এই পত্রিকায়। তাঁর ভাষণ, চিঠিপত্র, সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ার অজস্র নথি প্রকাশিত হত *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন* কাগজে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কী ধরনের কাজকর্ম করছিলেন গান্ধী, তাঁর আন্দোলনগুলির অভিমুখ কী—সেসব তিনি দফায় দফায় জানাতেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে নিয়মিতভাবে। ফলে অজস্র নথি সংবদ্ধ হয়েছিল গান্ধী-রচনাবলির প্রথম বারোটি খণ্ডে। আর বেশিরভাগ রচনাই প্রকাশিত হয়েছিল *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন*-এ। এমনকি জাহাজে বলে লেখা *হিন্দ স্বরাজ* প্রথমে গুজরাটি ভাষায় *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন*-এই বেরিয়েছিল। ১৯০৯ সালের ১১ ডিসেম্বর ও ১৮ ডিসেম্বর-এর দুই

* প্রাক্তন অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা, প্রাবন্ধিক; 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম-দ্বিশতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ দ্বারা 'বিদ্যাসাগর' সম্মানে ভূষিত।

সংখ্যায় পরপর। এই সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৯৬১ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। গান্ধী ভারতবর্ষে চলে আসার পর তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু পোলক ও অ্যালবার্ট ওয়েস্ট দীর্ঘকাল সম্পাদনা করেছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে গান্ধীপুত্র মণিলাল গান্ধী সম্পাদনা করতেন, শেষ পর্যায়ে মণিলালের স্ত্রী সুশীলা গান্ধী পত্রিকাটিকে টিকিয়ে রেখেছিলেন।

Indian Opinion

PUBLISHED WEEKLY IN ENGLISH AND GUJARATI

No. 30—Vol. XII. Wednesday, July 29th, 1914. Registered at the G.P.O. as a Newspaper Price Threepence

A FAREWELL LETTER

JUST before leaving South Africa, Mr. Gandhi handed to Reuter's Agent at Capetown the following letter addressed to the Indian and European public of South Africa :—

of last year and we should have laid ourselves open to the charge of making new demands,

But I have also assured them that the present settlement does not preclude them from agitation (as has

গান্ধী নিজেই লিখেছেন, সাংবাদিকতা করার জন্যই তিনি সাংবাদিকতা গ্রহণ করেছিলেন। 'আমার উদ্দেশ্য, কঠোর সংযমের শাসনে, উদাহরণ ও কর্মবিধির দ্বারা সত্যাগ্রহরূপ অতুলনীয় আয়ুধের ব্যবহার শেখানো।' অহিংসার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হলে ক্রোধ বা বিদ্বেষের বশে কলম চালানো ঠিক নয়। মানুষের আবেগ জাগানোর জন্যও লেখা উচিত নয়। সেজন্য পত্রিকার জন্য বিষয় নির্বাচন ও শব্দচয়নের সময়ে কঠোর সংযমী হওয়া প্রয়োজন। এটা এক বিষম প্রশিক্ষণের বিষয়। লেখার সময় সব আগাছা উপড়ে ফেলতে হবে। এই বিশ্বাস থেকে গান্ধী শব্দের মিতব্যবহার শিখেছিলেন, চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার অভ্যাস রপ্ত করেছিলেন। সেসব কারণেই 'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন প্রকাশের প্রথম মাসেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সাংবাদিকতার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত সেবা। সংবাদপত্র ও সংবাদপত্র-প্রতিষ্ঠান এক বিশাল শক্তি। কিন্তু যেভাবে অবাধ জলস্রোত গ্রামাঞ্চল ডুবিয়ে দেয়, শস্যহানি ঘটায়, সে-ভাবেই অনিয়ন্ত্রিত কলম ধ্বংসের সেবায় নিয়োজিত হয়। নিয়ন্ত্রণ যদি বাইরে থেকে আসে, দেখা যায় নিয়ন্ত্রণের অভাবের চেয়ে তা অনেক বেশি বিষাক্ত। শুধুমাত্র ভিতর থেকে নিয়ন্ত্রণ হলেই তার ফল শুভঙ্কর হয়।' উদ্ধৃতিচিহ্নভুক্ত অংশগুলি গ্রহণ করা হয়েছে *গান্ধী-মানস* [আর. কে. প্রভু ও ইউ. আর. রাও সম্পাদিত, মহাশ্বেতা দেবী অনূদিত—ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৪] গ্রন্থ থেকে।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এলেন গান্ধীজি ১৯১৫ সালে। লালা লাজপত রায় ১৯১৬ সালে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক সম্পাদনা শুরু করেছিলেন নাম তার *ইয়ং ইন্ডিয়া*। ১৯১৯ সালে গান্ধীজি এই পত্রিকার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এর সম্পাদনা করেছেন। ভারতবর্ষের জাতীয় সংগ্রামের গান্ধীযুগকে বুঝতে গেলে *ইয়ং ইন্ডিয়া* ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। অহিংস, সত্যাগ্রহ, স্বরাজ, সত্য, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সৌভ্রাত্র, ব্রহ্মচর্য—সমস্ত বিষয়েই গান্ধীচিন্তা বুঝবার জন্য *ইয়ং ইন্ডিয়া* অপরিহার্য।

গান্ধী ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সংযোগ ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ধর্ম কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম নয়, গান্ধীর ঈশ্বর ছিল সত্য। সত্য ছাড়া ঈশ্বর নেই—তাঁর ভাষায় 'সত্যের যে-টুকু আমি দেখেছি, তা সত্যের অনির্বচনীয় মহিমার সামান্য আভাসও দিতে পারে না। প্রত্যহ যে সূর্যকে আমরা দেখি, তার চেয়ে লক্ষগুণ দীপ্যমান এ সত্য।' আর এই সূত্রেই তিনি মনে করেন, 'যারা বলে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই, তারা জানে না রাজনীতি বলতে কি বোঝায়।' আর গান্ধী বিশ্বাস করেন পূর্ণভাবে অহিংসা আয়ত্ত করতে পারলেই সত্যকে সম্যকভাবে পাওয়া যাবে। তবে অহিংস রাজনীতি কঠোর ও শ্রমসাধ্য, তার জন্য নির্লোভ আসক্তিহীন সেবার মনোভাব চাই। ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতিতে তা পাওয়া যাবে না। এই বিশ্বাস থেকেই গান্ধী গঠনমূলক কাজের কথা বলতেন এবং স্বরাজের স্বরূপ নির্মাণ করেছিলেন। সত্য, অহিংসা, স্বরাজ, সেবা যে পরস্পর সংযুক্ত ও জৈবিকভাবে সম্পৃক্ত—একথা গান্ধী-দর্শনের পরতে পরতে বিধৃত। আমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে ১৯২০-২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে হিংসার উদ্রেক

হলে ১৯২২-এ গান্ধী আন্দোলন প্রত্যাহার করেন এবং দীর্ঘ সাত বছর তিনি গঠনের কাজে মন দেন। সত্যাগ্রহীকে সেবামূলক রাজনীতি করতে হবে, সংযমী হতে হবে, আত্মীয়তার সমাজ গঠন করতে হবে। কৌমভিত্তিক ভারতীয় গ্রামীণ সভ্যতার ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে—এর জন্য চাই গঠনমূলক দেশসেবার চরম মূল্য-পরীক্ষণ। গান্ধীজির রাজনীতির পিছনে সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সতত কার্যক্রম ছড়িয়ে ছিল। *ইয়ং ইন্ডিয়া*-র রচনাগুলিতে এর প্রকাশ ঘটেছে। পরে *হরিজন* পত্রিকাতেও।

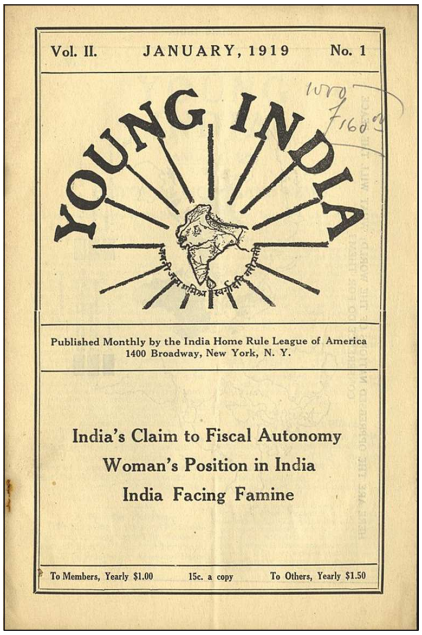
Vol. II. JANUARY, 1919 No. 1

YOUNG INDIA

Published Monthly by the India Home Rule League of America
1400 Broadway, New York, N. Y.

India's Claim to Fiscal Autonomy
Woman's Position in India
India Facing Famine

To Members, Yearly $1.00 15c. a copy To Others, Yearly $1.50

১৯০৯ সালে *হিন্দ স্বরাজ* যখন প্রকাশিত হল এবং এক বছর পর যখন তার ইংরেজি অনুবাদ বেরোল—তখন দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। প্রথম, গান্ধীর রাজনৈতিক গুরু গোখলে গান্ধীকে নির্দেশ দিলেন—বাজার থেকে এই বই তুমি তুলে নাও, এসব অবাস্তব কথা আদৌ কাম্য নয়। গান্ধী অবশ্য গুরুকে অমান্য করে লিখেছিলেন, তিনি সত্যি সত্যি এসব কথা বিশ্বাস করেন, তাঁর পক্ষে এসব বক্তব্য ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী সরকার ভারতবর্ষে *হিন্দ স্বরাজ* বে-আইনি ঘোষণা করেছিল। কী ছিল *হিন্দ স্বরাজ*-এর বক্তব্য? সংক্ষেপে তা হল এই যে, আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতা 'শয়তানের সভ্যতা'। এই সভ্যতা ভারতবর্ষের পক্ষে বিপজ্জনক ও অগ্রহণীয়। ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ শুধু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের রাজনৈতিক শাসন নয়, প্রকৃত পরাধীনতা পাশ্চাত্য বিলেতি সভ্যতা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির কাছে আত্মসমর্পণ। রাজনৈতিকভাবে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটার পর যদি পাশ্চাত্যের সভ্যতা এদেশে থেকে যায়, তাহলে বাঘ বিদায় হবে, বাঘের স্বভাব কিন্তু আমাদের উৎপীড়নের কারণ হবে। *হিন্দ স্বরাজ*-এ ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেও গান্ধী অভিশাপ বলে মনে করতেন। শুধু অভিশাপ নয়, পার্লামেন্টকে তুলনা করেছিলেন বন্ধ্যা রমণীর সঙ্গে, দেহপসারিণীর সঙ্গে। কারণ পার্লামেন্টের নিজস্ব এমন কোনো ক্ষমতা নেই যে সে মানুষের কল্যাণ করতে পারবে, সে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রি-পরিষদের দলীয় সিদ্ধান্তগুলি অনুমোদনের যন্ত্রমাত্র। ১৯২১ সালে *ইয়ং ইন্ডিয়া*-তে গান্ধী জানিয়েছিলেন যে, দেহপসারিণী বা বেশ্যার মতো যে-কঠিন শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সম্পর্কে, সেটি তিনি বদল করতে চান। বদলাতে চান একজন ইংরেজ মহিলার অনুরোধে। তবে শব্দটি পালটানো মানে এই নয় যে তিনি পার্লামেন্ট বিষয়ে তাঁর মত পালটাচ্ছেন, বস্তুত ওই বইয়ে কেবল এই একটি শব্দ ছাড়া আর কিছুই তিনি বদলাতে চান না। অবশ্য ১৯২১ সালে *ইয়ং ইন্ডিয়া*-তে তিনি একথাও জানিয়েছিলেন যে, *হিন্দ স্বরাজ*-এ বর্ণিত তাঁর স্বরাজের ধারণার সঙ্গে তিনি এখন যে পার্লামেন্টারি স্বরাজের আন্দোলনে ব্যাপৃত তার প্রবল বিরোধ রয়েছে, কিন্তু ভারতীয় জনগণের জন্য আপাতত তিনি এই লড়াই করতে বাধ্য হচ্ছেন। স্বরাজ বিষয়ে তাঁর ধ্যান অবিচলিতই থাকবে। এমনকি, ১৯৩৮ সালে *হিন্দ স্বরাজ*-এর নতুন মুদ্রণের কালে তিনি জানালেন, '... after the stormy thirty years through which I have since passed, I have seen nothing to make me alter the views expounded in it.' [ডি.জি. তেণ্ডুলকর, মহাত্মা : লাইফ অব মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, প্রথম খণ্ড, পাবলিকেশনস ডিভিশন, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া, ১৯৬০•]।

গান্ধী স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন যে, ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারিক বাহ্যিক রাজনীতির

সাযুজ্য নেই। স্বাধীনতার আন্দোলনের নেতা হিসেবে তিনি সংসদীয় গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন, কিন্তু তাঁর আদর্শ ভিন্ন। কিন্তু এই আপস সত্ত্বেও আমরা কিন্তু এটাও লক্ষ করি যে, গান্ধীর পার্লামেন্টারি স্বরাজ-এর ধারণার সঙ্গে নেহরু-সুভাষ-আম্বেদকারের রাষ্ট্র-ধারণার ব্যাপক তফাৎ আছে। বৃহদায়তন শিল্প-প্রযুক্তি-বিজ্ঞাননির্ভর অতিকায় কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাসম্পন্ন নেশন-স্টেট গান্ধী অনুমোদন করেননি। পরিবর্তে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামকে কেন্দ্রে রেখে, ক্ষমতার চূড়ান্ত বিকেন্দ্রীকরণ করে, স্বাধিকারসম্পন্ন গ্রাম-ব্লক-মহকুমা-জেলা-রাজ্য থেকে শুরু করে জাতীয় সরকারের মধ্যে এক oceanic circle তৈরি করাই গান্ধীজির লক্ষ্য ছিল। জয়প্রকাশ নারায়ণ তার যথার্থ নামকরণ করেছিলেন 'কমিউনিটারিয়ান স্টেট'। স্বাধীনতার পর গান্ধী কংগ্রেসকে ভেঙে দিতে বলেছিলেন, তাঁর ইচ্ছে ছিল গ্রামীণ পঞ্চায়েত-নির্ভর ভিন্ন ধরনের সেবামুখী রাষ্ট্র গড়ে তোলা হোক। কিন্তু ১৯৪৬-এর সময় থেকেই গান্ধী একজন 'ট্রাজিক নায়ক', তাঁর মতামতের সঙ্গে

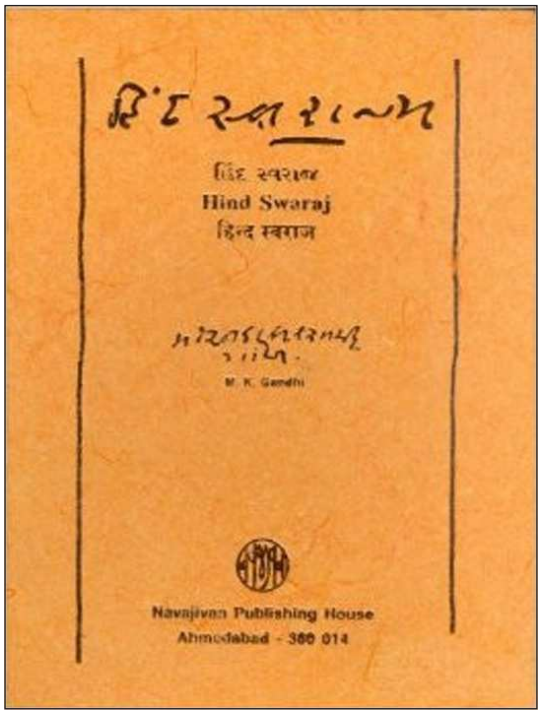

ক্ষমতাভিত্তিক রাজনীতির ও তার তল্পিবাহক নেতাদের বিশেষ কোনও সম্পর্ক ছিল না। দেশভাগও তিনি শত চেষ্টা সত্ত্বেও রুখতে পারেননি। যন্ত্রশিল্পের সার্বিক বিরুদ্ধতা ছিল, বৃহদায়তন শিল্পের পরিবর্তে খাদি-চরকা-কুটির শিল্প আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে মুক্তির পথ, এমন চূড়ান্ত ঘোষণাও ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রেও তাঁকে আপস করতে হয়েছে। *ইয়ং ইন্ডিয়া*-য় প্রকাশিত মন্তব্যগুলি পরপর সাজানো যাক। এক, 'আমি সবচেয়ে জটিল যন্ত্রের ব্যবহারেরও পক্ষে থাকব, যদি তা দিয়ে ভারতের দারিদ্র ও কর্মহীনতা দূর করা যায়' (৩.১১.১৯২১)। দুই, 'আদর্শ পরিস্থিতিতে আমি সব রকমের যন্ত্রের বিরুদ্ধে... কিন্তু যন্ত্র থাকবেই' (২০.১১.১৯২৫)। তিন, 'যন্ত্রের ব্যবহার সঙ্গত, যখন এতে সবার উপকার হয়।' (১৫.৪.১৯২৬)। চার, 'আমি যদি যান্ত্রিক বস্ত্রশিল্প নিপাত করতে চাইতাম, তাহলে তাদের উপর বসানো আবগারি শুল্কের বিরোধিতা করতাম না। আমি চাই মিলগুলি সমৃদ্ধ হোক, কিন্তু তাদের সমৃদ্ধি যেন দেশের স্বার্থের পরিপন্থী না হয়।' (২৪.২.১৯২৭)

১৯৩০ বা ১৯৪০-এর যুগেও গান্ধী কিছু কিছু ভারী শিল্পের প্রয়োজনের বিষয়কে গ্রাহ্য করেছিলেন এবং সেসব সরকারি মালিকানায় থাকুক—এমন অভিমতও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এইসব তথ্য প্রমাণ করে না যে, পরিণত গান্ধী তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা আমূল পরিবর্তন করতে চেয়েছেন। কারণ ১৯২১ সালে *ইয়ং ইন্ডিয়া*-তে তিনি এমন মন্তব্যও করেছেন, 'আমাদের মিলগুলি আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট উৎপাদন করতে পারে না।' তাই ঘরে ঘরে চরকা কর্মসংস্থানের ও স্বাবলম্বনের বড়ো এক উপায়। অতএব রাষ্ট্রক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং অর্থনৈতিক উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ভারতের মুক্তির উপায়।

এই বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে দিয়েই গান্ধী ন্যূনতম রাষ্ট্রের (মিনিমাম স্টেট) কথা ভাবতেন, পঞ্চায়েতের রামরাজ্য চাইতেন। কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রক্ষমতাকে 'অরগানাইজড্ ভায়োলেন্স' বলতেন।

ক্ষমতার রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি সেবার রাজনীতির কথা বলতেন। সেই কারণেই তিনি

রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর বলেছিলেন, জাতীয় কংগ্রেসের কাজ শেষ হয়ে গেছে, এবার সেটি ভেঙে লোকসেবক সঙ্ঘ তৈরি করা দরকার। ক্ষমতার রাজনীতি নয়, লোকসেবার লোকনীতি প্রয়োজন।

এই লোকসেবার দর্শন, সামাজিক কুব্যবস্থাগুলি পরিহারের জন্য গান্ধী হরিজন সেবক সঙ্ঘ তৈরি করেছিলেন। আর তার মুখপত্র *হরিজন* পত্রিকা হিন্দি, গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় সম্পাদনা শুরু করেন ১৯৩২ সাল থেকে। এই *হরিজন* পত্রিকায় তাঁর অস্পৃশ্যতা-বিরোধী দর্শন ও আন্দোলনের জন্য রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছে বেশি। তার আগে *ইয়ং ইন্ডিয়া*-তেও লিখেছেন প্রচুর। ১৯৩৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর তিনি *হরিজন*-এ লিখেছিলেন, 'মানুষের প্রতি ভালোবাসাই আমার জীবনের গোড়ার দিকে অস্পৃশ্যতার সমস্যাটি এনে হাজির করেছিল। আমার মা বলেছিলেন, ওই ছেলেটাকে ছুঁবি না, ও অচ্ছুৎ। আমি প্লাটা প্রশ্ন করেছিলাম, কেন ছোঁব না? এবং সেইদিন থেকে শুরু হয়েছিল আমার বিদ্রোহ।'

তার আগেই ১৯২১ সালেই *ইয়ং ইন্ডিয়া*-তে গান্ধী লিখেছিলেন, 'আমি পুনর্জন্ম চাই না। কিন্তু যদি আমাকে পুনর্জন্ম নিতে হয় আমি যেন অস্পৃশ্য হয়ে জন্মাই, যাতে করে আমি তাদের দুঃখ, কষ্ট ও নিয়ত মহা-অপমান ভাগ করে নিতে পারি, যাতে করে ঐ চরম দুর্দশা থেকে নিজেকে ও তাদের মুক্ত করতে আমি সচেষ্ট হতে পারি। তাই আমি প্রার্থনা করেছি যে, যদি পুনরায় জন্মাতে হয় আমি যেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র না হয়ে 'অতিশূদ্র' হয়ে জন্মাই।' [বাংলা অনুবাদ মহাশ্বেতা দেবীর পূর্বোক্ত গ্রন্থ]।

১৯৩২ সালে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ-এর বিষয়ে গান্ধী-আম্বেদকারের বিরোধ ইতিহাসের এক বিশেষ ঘটনা। দুজনেই জাতিভেদের বিরোধী। কিন্তু দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে আম্বেদকারের দাবি অনুযায়ী হরিজনদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা গান্ধী মেনে নিতে পারেননি। হিন্দুদের মধ্যে ভাঙন ধরাবে এই ব্যবস্থা—সেই আশঙ্কাতে গান্ধী অনশন শুরু করলেন এবং শেষ পর্যন্ত আম্বেদকার কতগুলি শর্ত আরোপ করে গান্ধীর সঙ্গে আপস করেছিলেন। আম্বেদকার

My Mouth is Gagged

Reg. No. B 3692

HARIJAN

Editor : K. G. MASHRUWALA

VOL. IX, No. 32] AHMEDABAD — SUNDAY, AUGUST 23, 1942 [FIVE PICE

MAHADEV DESAI

On the 15th of August at about 8-30 P. M., Sevagram was informed over the phone by our Wardha friends that they heard over the radio the following communique of the Government of Bombay :

"The Government of Bombay regret to report the death, about 8-40 a. m., on Saturday, of Mr. Mahadev Desai, who was recently detained under the Defence of India Rules.

Mr. Desai was engaged in conversation with Col. Bhandari, I. M. S., Inspector-General of Prisons, and two of his fellow prisoners when he complained of giddiness. Col. Bhandari advised him to lie down and he found that his pulse was low and that he seemed cold. Dr. Sushila Nair who is detained in the same building was sent for and she arrived at once. As the Civil Surgeon could not immediately be found, another I. M. S. officer was summoned.

Injections were given to stimulate the action of the heart and everything else possible was done to keep up Mr. Desai's strength, but he died from heart failure only 20 minutes from the time when he first complained of feeling unwell."

Though the information was fairly detailed, the

Within a short time they were bound to be disillusioned. But should I say that this was wishful thinking? I kept silent and allowed them to express themselves.

At about 10-30 p. m. a condolence telegram was received from Bombay, followed shortly after by another from the Inspector General of Prisons, giving the bearest text "Regret Mr. Mahadev Desai died suddenly this morning of heart failure—Prisons."

Late Shri Mahadev Desai

The telegram was despatched at 10-5 P. M., and yet it does not say whether and how his body was disposed of subsequently. To the time of writing this, there is no further information, as indeed there is none about Gandhiji himself. But even before this confirmation had come, the 'usual mental process had gone on, and within a few minutes tears gushed out of their eyes involuntarily, and the mother and the son began to assure and comfort one another that though the information must be false, even if it were true, they should face it bravely,—Narayan urging, "Father has died at a time and in a manner which are most enviable, and which we shall always remain proud of."

He Did It

গান্ধীর হিন্দুধর্ম বিষয়ক চিন্তা মেনে নিতে পারেননি। গান্ধী জাতিভেদ-অস্পৃশ্যতার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু বর্ণপ্রথায় বিশ্বোস করতেন। আম্বেদকারের কাছে যা ছিল সম্পূর্ণ অগ্রহণীয়। যাই হোক, গান্ধী-আম্বেদকারের এই বিরোধ শেষ পর্যন্ত মেটেনি। দার্শনিক অবস্থান তাঁদের ভিন্ন ছিল, কিন্তু চল্লিশের দশকে হরিজন আন্দোলনে তাঁরা যৌথভাবেও আন্দোলন করেছেন। *হরিজন* পত্রিকায় তার প্রচুর উল্লেখও আছে।

১৯৩৩ সালে এই পত্রিকায় গান্ধী লিখেছিলেন, 'আমার আশা, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সেই যুদ্ধে নিজেকে উৎসর্গ করে মানবজাতির সার্বিক পুনর্জীবন আনয়ন সম্পন্ন করা। এটা হয়তো ঝিনুকের রঙের রূপার মতই অবাস্তব, নিছকই স্বপ্ন। কিন্তু এই স্বপ্ন যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ আমি তা স্বপ্ন বলে মনে করি না। রোমা রোলাঁর ভাষায়, 'লক্ষ্য অর্জনের মধ্যে জয় নেই, জয় হল এর জন্য নিরন্তর সাধনায়।' (অনুবাদ : মহাশ্বেতা দেবী : পূর্বোক্ত গ্রন্থ)।

আগেই উল্লেখ করেছি, গান্ধী কৃষিভিত্তক অর্থনীতির উন্নয়ন চেয়েছিলেন—কেননা ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান সভ্যতা, দেশের নব্বই শতাংশ মানুষ চাষবাস-নির্ভর। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসেও তিনি *হরিজন* পত্রিকায়

লিখেছেন, '৭,০০,০০০ গ্রামের মধ্যে আছে সত্যকার ভারত। ভারতীয় সভ্যতাকে যদি এক সুস্থিত বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পূর্ণ অবদান রাখতে হয়, এই বিশাল মানবপুঞ্জকে ... আবার বাঁচিয়ে তুলতে হবে।'

গান্ধী আরও লিখেছিলেন, 'যে তিনটি ব্যাধি আমাদের গ্রামগুলিকে তার বজ্রমুঠিতে ধরে রেখেছে তার মোকাবিলা করতে হবে। যথা, ১. যৌথ স্বাস্থ্যব্যবস্থার অভাব; ২. পুষ্টিহীন খাদ্য; ৩. নিশ্চেষ্টতা ...। ওরা নিজেদের কল্যাণে আগ্রহী নয়। তারা আধুনিক স্বাস্থ্যবিধির মূল্য বোঝে না। যে শ্রমে অভ্যস্ত, যথা জমি চাষ করা, তাই নিয়ে পড়ে থাকে। এর বাইরে কিছু করতে চায় না। ... (এই) দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধির সঙ্গে যুঝতে হবে। ... যারা শিক্ষার সুফল পেয়েছে তাদের দীর্ঘ অবহেলার ফলে গ্রামগুলির এ দুঃখ ভোগ—তারা শহরের জীবন বেছে নিয়েছে। যারা সেবাকার্যের প্রেরণাদীপ্ত, তাদের গ্রামে বসত করিয়ে গ্রামবাসীদের সেবার মধ্যে আত্মপ্রকাশ খুঁজে পাবার পথ করে দিয়ে গ্রামের সঙ্গে সুস্থ যোগাযোগ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টাই হল গ্রামীণ আন্দোলন। ...' (অনুবাদ : মহাশ্বেতা দেবী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ)।

গ্রামসেবা, গ্রামসেবক ইত্যাদি চিন্তাগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার অসম্ভব মিল নিশ্চয়ই পাঠকরা লক্ষ করছেন। রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ'-এর প্রকল্প (১৯০৪), ১৮৯০ থেকে বিশ শতকের শুরু পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে ঠাকুরবাড়ির জমিদারি এস্টেটে (শিলাইদহ- পতিসব ইত্যাদি অঞ্চলে) কবির গ্রামগঠনের পরীক্ষা- নিরীক্ষা এবং অবশেষে শ্রীনিকেতন-এর মতো বিস্তৃত প্রকল্পে (১৯২২ থেকে যার শুরু) রবীন্দ্রনাথের "সমবায় চিন্তা, স্বাবলম্বনের চিন্তা, ম্যালেরিয়া-যক্ষ্মা ইত্যাদি ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াই এবং হাতে-কলমে কাজের শিক্ষার (শিক্ষাসত্র) দর্শনের সঙ্গে কবির দৃষ্টির সাদৃশ্য আমাদের নজর নিশ্চয় এড়াবে না। যদিও বিরোধের ইতিহাসও আছে। গান্ধীর চরকা-নির্ভরতা, ১৯৩৭-এ গান্ধীর বুনিয়াদি শিক্ষান্দোলন বা ওয়ার্ধা প্রোগ্রাম-এর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধতা ছিল। তথাপি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ, বিকেন্দ্রীকরণ, গ্রামসেবা, অতিকায় যন্ত্রের বিরোধিতার ক্ষেত্রে এই দুই মনীষীর চিন্তার সাযুজ্যও ছিল।

গান্ধীজির গ্রামগঠনের আন্দোলন, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন, পঞ্চায়েত রাজের চিন্তা মূলত প্রকাশিত হয়েছিল *হরিজন* পত্রিকাটিতেই। কারণ ১৯৩১ সালের পর *ইয়ং ইন্ডিয়া*-র পরিবর্তে গান্ধীর অধিকাংশ রচনা *হরিজন*-এই প্রকাশিত হয়েছিল।

আর ছিল *নবজীবন* পত্রিকা। ১৯১৯ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত গুজরাটি ভাষায় প্রকাশিত হত *নবজীবন* পত্রিকায়। এটিও ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। গান্ধীজির বেশকিছু রচনা *নবজীবন*-এ প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছে নবজীবন ট্রাস্ট। গান্ধী-রচনাবলি মুদ্রণে তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বহুকাল ধরে গান্ধীচর্চা চলছে দেশ-বিদেশ জুড়ে। একবিংশ শতকের বিশ্বায়নের মোহগ্রস্ত পৃথিবীতে গান্ধীর দর্শন বহু মানুষের কাছে আবার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে—এটা সকলেই মানবেন যে, শুধু অহিংসার দর্শন নয়, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের রীতিনীতিও বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যাবহুল অঞ্চলে এখন আদৃত এবং অবলম্বনও করা হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বপুঁজির হালচালের সঙ্গে মোকাবিলার চিন্তার ক্ষেত্রেও গান্ধীকে স্মরণ করা হচ্ছে। সেই আবর্তটিকে মনে রেখে আমার এই অকিঞ্চিৎকর রচনার বিষয়—সাংবাদিক গান্ধীর চিন্তা। সমাজগঠন যার অন্তঃসার।

An Evaluation of 'Does Economic Inequality Breed Political Conflict?' Studies

Mark Irving Lichbach

I. The Problem Defined

We begin with what Karl Popper called the "problem situation," or the empirical difficulty (generally accepted as crucial), for which theory is supposed to be a solution : Does economic inequality breed political conflict? In other words, are nations with an unequal distribution of income and wealth more subject to phenomena like revolution, rebellion, civil war, terrorism, demonstrations, and coups than those with a more equal distribution?

Most students of conflict would answer yes. All major theorists of conflict believe that economic inequality is, at least, a potentially important cause of dissent. All major cross-national quantitative studies of dissent include economic inequality as an independent variable, or else they acknowledge specification error. Moreover, almost all studies of particular conflicts consider economic inequality to be a potential cause. Economic inequality has been the focus of studies of the Iranian Revolution, the Rhodesian Revolution, and *La Violenda* in Columbia. The Economic Inequality-Political Conflict (EI-PC) puzzle is so central to conflict studies that and article and a section of a book have been devoted to it.

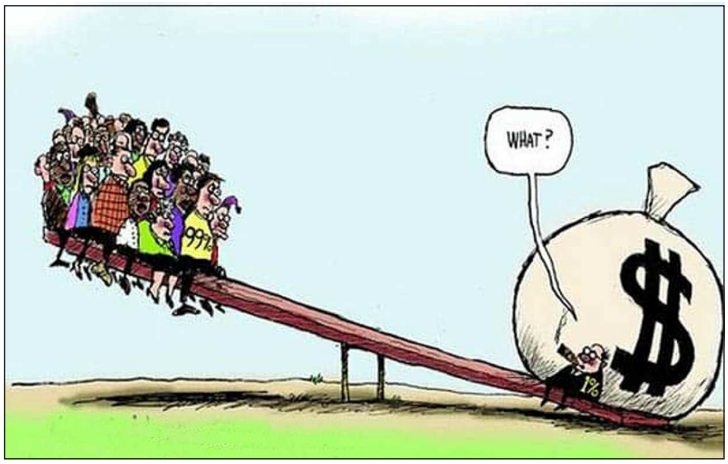

Why has all this attention been focused on the EI-PC nexus? Conflict studies, after all, must also contend with the conflict puzzles that involve repression, conflict traditions, modernization, external intervention, social cleavages, and political democracy. Why is the EI-PC nexus a crucial

problem rather than one of the routine issues? What makes the distribution of income and wealth a theoretically significant explanation of political dissent that warrants close scrutiny? Six factors account for the popularity of this genre of conflict studies.

First, it often appears that the principal political contest and debate in a nation involve a polarization of social groups around distributional issues. Conflict protagonists in a society are often divided into two groups : the challenging groups, i.e., the have-nots or the disadvantaged, who seek economic equality by attacking the status quo distribution of resources; and the established groups, i.e., the haves or the advantaged, who perpetuate economic inequality by defending the status quo distribution of resources. The explicit grievances and demands of such antagonists often involve the distribution of resources in a society. Revolution has thus been defined as both class struggle (Marx) and the circulation of elites (Pareto)—which places EI-PC studies, by definition, at the center of the field.

Second, a little spice is involved : the initial speculation, a strong and positive relationship between economic inequality and political dissent, sometimes, but not always, conflicts with the data. Anomalous, inconsistent, and inconclusive findings provide grist for theoretical and empirical reformulations of the basic EI-PC idea.

Third, a study of the EI-PC nexus leads analysts to consider two other puzzles in conflict studies. Economic inequality is concomitant with social cleavages between classes, religions, regions, generations, and the sexes; between educational and occupational strata; and between linguistic, ethnic, and communal groups. The EI-PC puzzle thus leads analysts to consider the social cleavages-political conflict puzzle." Economic inequality is also conjoined with political inequality among the aforementioned groups; the EI-PC puzzle thus also leads analysts to consider the problem of political democracy-political conflict. In sum, the EI-PC puzzle raises the general issue of Inequality-Political Conflict (I-PC).

Fourth, the general issue of inequality has been involved in all major episodes of conflict. The three great ideologies of the late eighteenth, and the nineteenth and twentieth centuries—nationalism, liberalism, and socialism—all spawned revolutionary movements based on ideas of equality, albeit different ones. The rhetoric in the American Revolution was "all men are created equal"; in the French Revolution, partisans shouted "liberty, equality, fraternity"; the propaganda of the Russian Revolution was "peace, land, bread"; and a wartime slogan of the Chinese Revolution was." Those who have much give much; those who have little give little." Other upheavals that turned on issues of equality have occurred in American history :

> The demand for equality has lain at the epicenter of the major upheavals that have erupted on the American political scene : the Revolution, the Jacksonian era, the Civil War and Reconstruction, the Populist-Progressive period, the New Deal and

the tumultuous 1960's and 1970's."

The general association of inequality with conflict thus appears inevitable and immutable.

Fifth, a study of the EI-PC nexus raises the "big positive questions" in our discipline. EI-PC studies lead analysts to consider the connections between power and conflict, competition and participation, stratification and domination, and exploitation and control which interrelate with such big questions in political science as : Who wins and who loses? Why do people support authority structures? What determines the persistence and change of these institutions? The EI-PC puzzle has thus attracted the attention of some of the great political theorists of all time : Aristotle, Plato, Machiavelli, de Tocqueville, Marx, and Madison. It has also been examined by some of the major figures in contemporary political science : Lipset, Dahl, and Huntington. Quantitative studies are, in fact, very often motivated by citations of these scholars' classic statements of the EI-PC problem. Hence, the EI-PC nexus seems to raise larger theoretical questions than some of the other issues in the field.

Finally, a study of the EI-PC nexus raises the "big normative questions" in our discipline. EI-PC studies implicitly or explicitly lead analysts to consider the great normative trade-offs that societies face : efficiency for equity, order for justice, or, in the terms of EI-PC studies, income inequality for political conflict. The normative dimension of the EI-PC question, moreover, appeals to scholars across the political spectrum: the left, the right, and the center. The left yearns for distributionally just societies (i.e., equity in terms of economic equality). The right yearns for politically peaceful societies (i.e., efficiency in terms of the absence of political conflict). And the center yearns both for distributionally just and for politically peaceful societies (i.e., equity and efficiency). The EI-PC nexus thus allows all scholars to raise great normative questions in their own way. It is therefore probably the crucial issue in conflict studies. If it could be solved, all the other conflict puzzles would fall into place. A thorough evaluation is therefore long overdue of how researchers have studied the question, "Does economic inequality breed political conflict?"

In the next section, I summarize the numerous competing observations and contending arguments about the EI-PC nexus and describe the three approaches to resolving this indeterminacy. In section three, I evaluate how the statistical modelers have tried to explain these inconsistent results. Their approach is heavily inductive, relying on sifting through masses of evidence with essentially ad hoc reasoning. In section four, I examine how the formal modelers in the field have proceeded. Their approach is heavily deductive, trying to reason from the social processes that generate inequality, to indices of inequality, and finally to conflict behaviors. Both approaches are found to be deficient because they have not illuminated the *assumptions* and *reasoning* that explain *how* and *why* inequality

produces conflict. The two major scientific research prograrns (SRPS) in conflict studies—the Deprived Actor (DA) and Rational Actor (RA) programs—are built around such assumptions.' Hence, in section five, I indicate what these programs imply about the indeterminacy of the EI-PC nexus. A concluding section summarizes my principal criticism of EI-PC studies : because analysts have tended to possess different research skills, the three approaches have been employed in isolation from one another. Singly, however, each of the three has proved deficient and unlikely to solve the EI-PC puzzle. The most fruitful method is to combine the assumptions of the theory builders and the deductive approach of the formal modelers with the various empirical tests of the statistical modelers. Such :m approach produces a crucial test of DA and RA theories. I argue further that the flaws of the scientific modus operand! of EI-PC studies are instructive for the entire genre of cross-national quantitative studies in comparative politics.

II. Competing Observations and Arguments

Sociologists are confident that income is correlated with education. Political scientists are confident that party identification is correlated with voting behavior. And economists are confident that the price of butter is correlated with the quantity of butter bought. Once these "stylized facts" exist, so idlogists, political scientists, and economists suggest assumptions for research programs and then spin theories to explain the less well-known aspects of the empirical world. We should therefore begin by establishing what is known about the EI-PC nexus. After more than two decades of empirical research, what are students of conflict certain is true about the EI-PC nexus?

So much systematic quantitative evidence has been adduced in order to discover the "true" relationship between economic inequality and political conflict that I have been able to locate forty-three aggregate quantitative studies, within nations and cross-national, of the EI-PC nexus. Some of them are perhaps best forgotten. I will, however, examine this literature in some detail for two reasons. First, the evidence behind various EI-PC propositions comes from studies of many different conflicts that have been conducted by sociologists and political scientists. I wish to show that many analysts of the EI-PC problem have recognized only a portion of the relevant literature. For example, students of black protest in the United States and of conflict cross-nationally have both been concerned with the EI-PC nexus, yet both have neglected each other's work. Second, the *reasoning* behind various EI-PC propositions—*how* and *why* economic inequality breeds political conflict—has typically been neglected. I intend to examine the state of the argument as well as the state of the evidence.

The following general hypothesis is proposed :

$$C = F(I)$$

where *C* is political conflict, *I* is economic inequality, and *F* is a functional relationship. Ad hoc arguments and evidence exist for all conceivable forms of the relationship between economic inequality and political conflict.

One expectation is that economic inequality *increases* political dissent, or that $F^1>0$. The reasoning behind this position may be summarized as follows. When economic inequality is high, (1) the poor are envious, have nothing to lose, and thus resort to force (e.g., political violence) to achieve redistributive demands; (2) the rich are greedy, have everything to lose, and possess the resources necessary to use force (e.g., governmental repression) to avoid giving in to redistributive demands; and (3) the middle class, which respects property rights, is small. Hence, as economic inequality increases, the pool of conflict participants (both the rich and the poor) increases. A great variety of evidence supports this position. Cross-national evidence from a global sample of states has been provided by many scholars. Mitchell reported positive results for the Philippines, Paranzino for South Vietnam and Morgan and Clark for the United States. Gurr has shown cross-nationally" and Barrows has shown for Africa that economic discrimination is positively associated with strife. A more forceful prediction along these lines is that $F'>O$, $F''>O$. Muller's reasoning behind this position is as follows :

> If the mobilization of discontent is correlated with the extensiveness of inequality, such that when inequality is pervasive some mobilization is almost bound to occur, then the relationship between inequality and political violence should be positive and curvilinear, *i.e., positively accelerated.*

There are two additional arguments predicting that the EI-PC relationship will be quite strong. Tocqueville's "dread" of "the insistent and immediate demand for equality in our lives" implies a strong EI-PC relationship : the spread of norms of equality makes invidious comparisons universal and all forms of subordination illegitimate. This will spur the universal, permanent, inevitable, and irresistible

revolution of emancipatory movements among the disadvantaged. The ecosystem perspective on political conflict, which sees the constraints of the socioeconomic environment as inevitably leading to limits to growth and hence competition for scarce resources, also implies a strong EI-PC relationship. Muller found that an exponential function, which supports this reasoning, fit his cross-national data.

The counter expectation is that economic inequality *decreases* political dissent, or that $F' < O$. One reason behind this position is that high levels of economic inequality are associated with powerful elites. These "haves" will be willing and able to use social, economic, and political power to repress, and hence hold down, political dissent. Moral outrage, in other words, is more likely to be suppressed than expressed. Another justification for this position lies in the social comparison processes of human beings. As Samuel Johnson said, "it is better that some should be unhappy, than that none should be happy, which would be the case in a general state of equality." In other words, under moderate economic inequality, some are unhappy; but under pure economic equality, everyone is unhappy. This position was common to the nineteenth-century conservative political thought of Burke, Bonald, and others. Conservatives held, as Nisbet has indicated, that equality leads to conflict as part of the general social dislocations produced by modern society :

> However democratic society becomes, it will never seem democratic enough, the sense of relative undemocracy will incessantly enlarge. However, broad and popular the base of political power, the sense of relative powerlessness will only spread. No matter how equal men become in rights and opportunity, the sense of relative inequality will grow and fester.

Evidence to support this expectation is also presented by Mitchell and by Parvin.

Since arguments and evidence have been offered for the existence of both a direct and an inverse relationship between inequality and dissent, it is not surprising that researchers have tried to resolve the contradiction. Thus Davis has suggested a convex (U-shaped) relationship, $F' < O$ and $F'' > O$. The view that political violence will occur most frequently at either very low or very high levels of economic inequality, and least frequently at intermediate levels, is also offered, interestingly, by two economists. Havrilesky supported this position as follows :

> It is reasonable to assume that a discordance-minimizing distribution of income exists at some positive level of discordance and that a perceived change in the distribution away from this minimum toward either of the extremes of equality or inequality will generate increased discordance.

Similarly, Parvin argued

> It is therefore more reasonable to assume that an optimum level of income inequality exists for any level of per capita income. Subsequently, beyond this optimum level, the net effect of further redistribution of income toward more or less equality may imply increasing, not decreasing, political unrest.

Kort offered a better explanation of why a convex relationship might hold, by speculating about the behavioral motivations of the key actors, the rich and the poor :

> When a critically high concentration of income prevails in a society, a revolution [i.e., disturbance initiated by the underprivileged minority] is likely to occur ... when income is dispersed beyond a certain critical minimum of concentration a civil war [i.e., disturbance initiated by a privileged minority] is likely to take place.

No direct tests of this formulation have been made.

Others have attempted to resolve the contradiction between the positive and inverse formulations of the EI-PC nexus in exactly the opposite manner. Thus, Nagel has suggested a concave (inverted U-shaped) relationship, $F' > O$, $F'' < O$. Political violence will occur most frequently at intermediate levels of economic inequality, least frequently at very low or very high levels. Nagcl's reasoning is that while the "grievances resulting from comparisons" increase, the "tendency to compare" decreases with the level of economic inequality. Given certain assumptions, it can be demonstrated that the resulting cumulative effects are concave. Nagel found supporting evidence in South Vietnam, falsifying evidence globally; Sigdiuan and Simpson's cross-national test gave no support to this formulation.

Finally, perhaps in exasperation, others have suggested that $F' = O$, or that inequality is irrelevant to dissent. This expectation results from the belief that other variables (e.g., absolute poverty, social comparison processes, mobilization processes) are the deciding factors. Another reason is that economic inequality changes very gradually over time while political conflict changes erratically; it is therefore held unlikely that a strong and direct EI-PC relationship exists. A great variety of evidence also supports this position. Cross-national evidence from a global sample of states comes from Parvin, Nagel, Hardy, and Weede. Duff and McCamant provide cross-national evidence from Latin America, Powell from Western-style democracies. Russo's evidence trom South Vietnam, and McAdam's and Spilerman's evidence from black rioting in the United States also support this position.

In sum, two decades of empirical research in conflict studies have challenged the conventionally accepted view that a strong positive relationship exists between economic inequality and political conflict. EI-PC studies have produced an equivocal answer about the EI-PC nexus. While numerous analyses purport to show that economic inequality has a positive impact on political dissent, others purport to show negative and negligible

relationships. Midlarsky has stated that "rarely is there a robust relationship discovered between the two variables. Equally rarely does the relationship plunge into the depths of the black hole of nonsignificance."

This diverse and contradictory array of findings has baffled and intrigued investigators. Hence, Midlarsky suggests that we locate *many* theories that are "context-specific," Mitchell that we have "*two* contrary theories of rebellion, each with some basis in fact," and Zimmerman offers so many qualifications to the EI-PC nexus that he implies that we might have *no* theories at all here!

Why have EI-PC studies produced contradictory results? As Dina Zinnes wrote in a review of quantitative studies of external war, "I find myself perplexed : why do tests of the same hypothesis using different data, research designs, and methodologies appear to produce such dramatically different conclusions ... ?" In the next three sections of this paper, I will examine the three types of approaches to resolving the in-determinacy in the linkage between economic inequality and political conflict that have appeared in the literature : statistical modeling, formal modeling, and theory building.

III. The Statistical Modelers

The statistical modelers have argued that the contradictory EI-PC re-sults are due to variations among EI-PC studies in all aspects of research design. This group of researchers has thus focused on the intricacies of previous empirical tests and suggested that the different EI-PC conclusions arise rrom alternative definitions of economic inequality and of political conflict, and from the different cases explored, the various time frames in which the effects on conflict are examined, and different ceteris paribus understandings about the context in which the EI-PC relationship occurs.

There is much variation in the measurement of the independent variable "economic inequality" by the statistical modelers of the EI-PC nexus. This is because both the normative conceptualization and statistical measurement of economic inequality involves so many competing requirements that the hope for a single, universally agreed upon index of relative economic equality or inequality is doomed. There are thus many answers to the question : How do you assess the concentration in a distribution of resources? Measures of the inequality in a distribution are, moreover, similar to measures of the homogeneity in a distribution. Researchers have used the Gini index and its relatives, several stochastic distributions, the size of various income shares (e.g., the upper quintile), ratios of poverty to affluence, and minimum welfare and "basic needs" (e.g., percentage below the poverty line, percentage with substandard health, food, shelter, clothing).

The variation in the measurement of economic inequality also occurs, in part, because

there are many answers to the question : inequality of what aspect of economics? One domain of economic inequality relates to land : landlessness, tenancy, land redistribution, size of tarms, and the percentage of land that is owner occupied have all been employed. Prosterman, for example, constructed an "IRI"—Index of Rural Instability—based on the percentage of peasants that might, depending on the rural stratification system, be referred to as "landless." Another domain relates to inequality of income. The variations that have appeared here involve whether the income distribution is adjusted for sectors, households, or individuals; whether pre or post-tax incomes are used; and whether comparisons relate to economically active males or the whole population. Another domain relates to differential economic conditions faced by groups. Ford and Moore, Jiobu, Spilerman, and McElroy and Singell constructed various measures of black/white "relative deprivation" or "stratification differentials" using ratios of black/white educational achievement, income levels, home ownership, occupational status, unemployment rates, and numbers living below the poverty line." A final domain relates to inequality of economic treatment by government : Gurr constructed indices of economic discrimination; Eisinger used the proportional representation of Blacks in city councils; Barrows constructed an index of "ethnic group inequality" based on "the size of ethnic groups and their share of political power and/or other values of wealth, education, and the like"; Lieske gauged "institutional discrimination" via white/nonwhite police and teacher ratios; and Havrilesky used public expenditures oriented toward redistribution.

The variation in the measurement of economic inequality also occurs because there are many answers to the question, "Who is to be economically equal to whom?" When there are several groups in a nation, the subject class of economic equality is no longer straightforward. A final cause ot the variation in the measurement ot economic inequality is that it is often part ot complicated indices, making interpretation, it one rejects the author's conceptual framework, impossible. Ruhl, for example, included "land tenure inequality" as part of a "satisfaction index" and Geller included the Gini measure as part of a "persisting deprivation" index.

There is also much variation in the measurement of the dependent variable "political conflict" by the statistical modelers of the EI-PC nexus. In fact, almost all aspects of political performance or governability have been employed. The most frequently mentioned component is manifest political dissent. Most have used a measure of the deaths from all types of dissent constructed from the *World Handbook* series. But many specific forms ot dissent have also been employed : Russett used Eckstein's 1946-1961 measures of internal war; Hardy used Russett and his coauthors' measures of riots, armed attacks, and political strikes; Gurr used his own measures of turmoil, conspiracy, and internal war, and of protest

and rebellion; Marrows used Morrison and Stevenson's measures of elite instability, nimuiial instability, and turmoil; Ruhl used Bwy's measure of gui nilla wars; Sigelman and Simpson used Hibbs' composite measure of "internal war"; Midlarsky used a measure of revolutionary civil wainin Mmcted from Singer and Small's data; and Morgan and Clark, Spilerman, and McAdam used measures of the severity of black rioting in U.S. rities. Some have tapped odd properties of dissent. Sanders, for example, used "instability" related to regime change, violent change, government change, and peaceful challenges, while Ziegenhagen used the "variety" of types of dissent that appear in a dissent episode. And some have tapped the government side of dissent. Hence, government control of villages was used by Mitchell for South Vietnam and for the Philippines, while Duff and McCamant used government repression.

The second aspect of political performance that has been tapped is governmental legitimacy. This was done by Havrilesky, who used the percentage of those polled who supported the government, and by Powell, who used voter turnout. Third, some have assessed the durability of patterns of authority maintenance. For example, the tenure ot the chief executive has been used by Russett and Powell, and government crises by Ruhl. Finally, some have assessed the durability of government institutions. Thus, Russett used Lipset's measure of "democratic stability," and Tanter and Midlarsky used Rummel's measure of "successful revolution."

The cases sampled by statistical modelers in EI-PC studies have also varied greatly. Cross-national researchers have employed, in addition to a global sample of states, Western, Latin American, Middle Eastern, and African samples of states. Internal analyses of cities in the United States and provinces in South Vietnam and the Philippines have also been made.

The time frames employed by the statistical modelers of the EI-PC nexus have also varied greatly. Data have been sampled from the 19505, 19605, and 19705. Researchers have used no lags and one to ten-year lags. And data aggregations of between one and ten years have been employed.

The final aspect of research design in statistical models of the EI-PC nexus that has varied is control variables. Authors working in the statistical modeling tradition have stumbled upon all the causes of conflict mentioned in the theoretical literature : income, social mobility, repression, democracy, and dissident organizations.

Income. Many have believed that an important factor affecting the EI-PC nexus is "the level at which equality is to be attained." According to Russett,

> Extreme inequality of land distribution leads to political instability only in those poor, predominantly agricultural societies where limitation to a small plot of land

> almost unavoidably condemns one to poverty. In a rich country, the modest increase a farm can produce from even a small holding may satisfy him.

Similarly, in Huntington's view,

> Where the conditions of land-ownership are equitable and provide a viable living for the peasant, revolution is unlikely. Where they are inequitable and where the peasant lives in poverty and suffering, revolution is likely, if not inevitable, unless the government takes prompt measures to remedy these conditions.

Sigelman and Simpson also argued that

> It seems possible, for example, that the political implications of inequality may vary dramatically from impoverished to affluent nations. Low absolute levels of wealth could aggravate the frustrations engendered by inequality, while affluence might offset these frustrations. That is, the likelihood of violence may depend not only on the manner in which wealth is distributed, but also on the amount of wealth available for distribution.

Zimmerman has specifically made the argument that economic development confuses the EI-PC nexus :

> Inequality should be curvilinearly related to economic development, reaching its peak at a midlevel of development. ... The interrelationships between these two independent variables used in explaining political violence may account for inequality not showing the predicted relationship.

The level and rate of change of economic development has therefore been used by Parvin, Muller, and Muller and Seligson in statistical models of the EI-PC nexus.

Social Mobility. Some have believed that social mobility significantly affects the EI-PC nexus. Sigelman and Simpson suggested that

> The impoverished masses in a highly stratified system may be less frustrated if there is a meaningful chance for them to improve their lot within the foreseeable future. Alternatively, rapid social mobility might prove to be profoundly destabilizing if a socioeconomic elite, perceiving that its position is in jeopardy, takes preemptive action to defend itself.

Similarly, Weede argued that

> If there is a reasonable chance for upward mobility, potential challengers to the existing social order and size distribution of income might prefer to change their positions within the social structure rather than change the social structure itself."

Repression. What the government docs and does not do about economic inequality has been seen by many as crucial to the EI-PC nexus. Economic .inequality may be caused or codified by government action such as political, economic, and group discrimination.

Government accommodation may also preclude dissent and redress grievances about economic inequality. Alternatively, government repression may prevent economic inequality from turning into violence if "the repressive measures of the authorities are efficient to keep down any protests."

Democracy. Two aspects of government structure have been seen as crucial to the EI-PC nexus because they influence government policy responses to economic inequality. First, the democratic or autocratic nature of the state, or the distribution of political power, is crucial : nonviolent participation by the poor may bring state action and thus render violent participation by the poor unnecessary. Second, patterns of class-state relations influence the autonomous or instrumental nature of government and hence might also be related to policy measures.

Dissident Organizations. Finally, many have considered the atomization/organization of disside/its to be a crucial factor affecting the EI-PC nexus. Several variables affecting the strength of conflict organizations, such as leadership, coalitions with powerful actors (e.g., the Church), conflict traditions (i.e., previous political violence), modeling on and proximity to other revolutionary movements, and foreign military assistance have all been discussed. Moreover, many aspects of social structure affect the organizational strength of the poor and other dissident groups. Population and population growth have been mentioned. The size of the agricultural labor torce has been discussed by those specifically concerned with land inequality : "The issue of land reform will be salient only if inequality is high *and* the proportion of the labor force employed in agriculture is large." Some have mentioned class structures, class coalitions, sociocultural heterogeneity, and the relationship between economic and other cleavages. Sigelman and Simpson, for example, argued that

> Beyond its direct impact, sociocultural heterogeneity may, much in the fashion of low absolute levels of national wealth, aggravate the frustrations induced by inequality; or, in a far different manner, if it cuts across rather than reinforces the economic stratification system, sociocultural heterogeneity may actually moderate the destabilizing impact of inequality.

Those concerned with inequality in land have also pointed to the importance of types of agricultural organization, patterns of rural class relations, rural stratification systems, agrarian property rights, and vertical and horizontal ties between lord and peasant. Finally, social mobilization, in terms of increased communications and transportation networks, has been seen to increase communications between and hence the dissident potential of aggrieved groups.

What is to be made of this approach to studying the EI-PC nexus? Producing one more empirical variation of the EI-PC argument in an effort to clarify the confusion created by

previous variations has been a source and not a remedy of the confusion. This is because statistical models of the EI-PC nexus sought generalizations, but, in fact, were ad hoc, or appropriate for "this case only," in two senses.

First, the results were not robust between studies. In one case, an author replicated his own work. Many have replicated the work of others : Paige, Paranzino, Russo, and Nagel all replicated Mitchell; Hardy replicated Sigelmnn and Simpson; and Weede replicated Muller. These replications have revealed that the EI-PC nexus is very sensitive to all the aspects *ok* research design mentioned earlier : measurement, the inclusion of cases, time frames, and the specification of control variables.

In consequence, EI-PC statistical studies have been ad hoc because they were unsuccessful : robust EI-PC laws have not been discovered. Researchers have been unable to locate empirical generalizations applicable across studies because the replications and regression experiments produced inconsistency, not consistency. The lack of agreement among studies using the *same* data does not inspire confidence in the possible existence of an EI-PC law or laws.

Second, statistical models of the EI-PC nexus were ad hoc because explanation of the EI-PC nexus was not achieved. This was because statistical modelers deliberately eschewed explanation, implicitly avoided explanation, or produced a flawed explanation.

A few statistical modelers have explicitly stated that they did not seek an explanation. For example, Hardy wrote that the hypotheses tested are of a straightforward macrostructural cross-sectional sort, and no attempt has been made to fill in the logic of an argument of social psychological processes or of other causal processes. Muller argued that "the *macro* hypotheses of a positive relationship between economic inequality and political violence should not be interpreted as *necessarily* corresponding to any particular *micro* theory of the kind of discontent that might motivate individuals to participate in rebellious political behavior." Weede thus acknowledged "the rather weak correspondence between micro-explanations of why men rebel and macro-relationships between inequality and violence."

Most statistical modelers have implicitly avoided explanation. In other words, most have never examined the *assumptions* and *reasoning* behind the EI-PC nexus: *how* and *why* does economic inequality influence political conflict? Most statistical modelers have thus not tried to "explain" the EI-PC nexus in the sense of deriving it from a set of premises. In consequence, they have not revealed their hidden assumptions about how economic in-equality leads to political conflict. The short rationales for the various EI-PC positions discussed earlier are all most statistical modelers have ever given us. Even these justifications of EI-PC hypotheses are sometimes neglected as researchers plunge into

empirical work. One must conclude that, to most statistical modelers, "theory" is nothing more than a set of weakly linked empirical generalizations, or behavioral or regression equations, justified by an informal and ad hoc discussion of the expected signs of the variables."

This lack of theory and explanation is a fatal flaw of statistical models of the EI-PC nexus. Since there are no EI-PC laws derived from general statements using formal reasoning, there is no logical justification for any EI-PC generalization. Particular EI-PC hypotheses are ad hoc : they are merely asserted rather than, as required for true understanding, ultimately derived from more basic axioms. Unless an EI-PC proposition follows from a set of more illuminating assumptions, readers are left wondering (a) why the author believes the proposition is worthy of testing, (b) if the proposition turns out to be true, why this should be so, and (c) if the proposition turns out to be false, why it was not true. Given that almost all statistical models of the EI-PC nexus lacked a convincing microfoundation of assumptions, such models could only have been descriptive and not explanatory—and, as indicated, it turned out that they were not very good at description either!

This crucial point is perhaps best emphasized by citing three quotations. Eckstein, commenting on Hibbs statistical models, put the point bluntly : "positive and negative factors run amok." Moon put the issue in philosophy of science terms :

> There is a tendency in such cases to generate a series of studies which, to use Lakatos's terminology ... are "progressive" in the sense that later studies contain more corroborated empirical content than earlier ones. But these studies do not develop out of a well-articulated research program, and so they do not provide greater coherence or lend a more systematic character to our knowledge of a subject.

And Hermann Hesse, *Journey to the East*, put the idea poetically :

> Instead of a fabric, I hold in my hand a bundle of a thousand knotted threads,

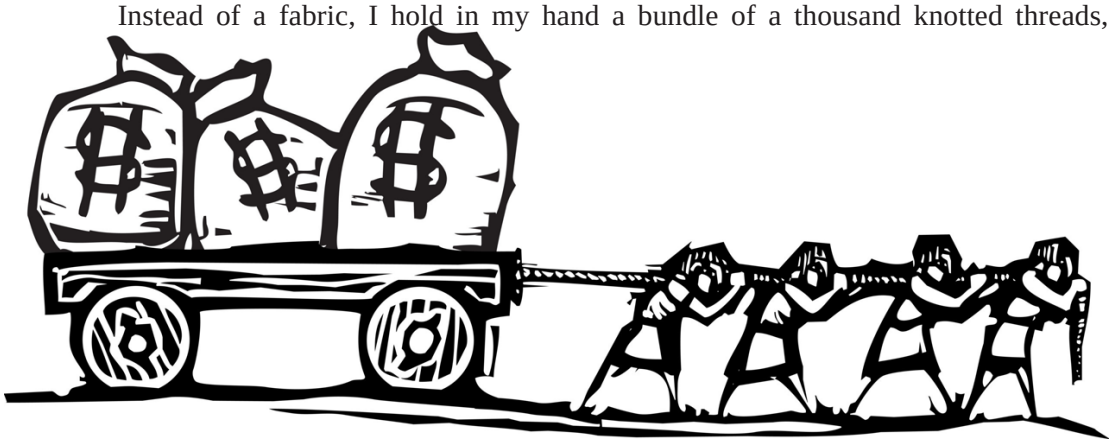

> which would occupy hundreds of hands for years to disentangle and straighten out, even if every thread did not become terribly brittle and break between the fingers as soon as it is handled and gently drawn (p. 47).

If most statistical modelers did not seek to "explain" the process that generates the EI-PC connection, then what did they want their statistical models to accomplish? The relevant question to most statistical modelers was not "*Why* does economic inequality breed political conflict:" Rather, it appears to have been "What variables must be controlled in order to see if economic inequality *really* causes political dissent?" These researchers thus sought factors that confounded but did not explain the EI-PC nexus. This approach led to an inductive and eclectic search through conflict studies for psychological and systemic intervening, controlling, and context variables for the EI-PC nexus. Researchers then threw these variables, along with economic inequality, into the empirical soup (e.g., regression equations) to see what came out. In this manner, the statistical modelers summed up all the existing problems in the field without solving any of them.

One consequence of failing to examine assumptions about the EI-PC nexus was that researchers did not match economic inequality to political conflict in an exact theoretical manner. Hence, while it is certainly true that the inconsistency in measurement, cases, time frames, and controls partly accounts for the inconsistency of results, the deeper issue is that the rationales for the various EI-PC positions were poorly developed and hence the methodological procedures necessary to test them were not carefully worked out.

Consider this amazing gap. Virtually no one using this approach has suggested *what* characteristics of dissident movements are influenced by economic inequality! There are *no* speculations, for example, about the impact of economic inequality on an opposition group's size (number of dissidents), geographic scope of activity, participants (involvement by different types of actors), duration of activity, cohesiveness, ability to attract allies, radicalism of aims and goals, feelings of legitimacy and alienation from government, coercive capacity, and perhaps most important, tactics and form of attack (mass demonstrations or elite coups). It is equally amazing that no one, in all of this literature, has suggested *what* aspects of government policies and structures that are associated with dissidents are influenced by economic inequality. There are *no* speculations, for example, about the impact of economic inequality on governmental accommodation and repression of dissent, or on the growth of party systems and federal structures to institutionalize dissent. Thus, no one has bothered to suggest propositions about how *both* government and opposition groups respond to the EI-PC nexus.

Finally, I must give credit to the only two statistical modelers who have attempted to work out an explanation of the EI-PC nexus that ultimately served as a basis for their

empirical work : Gurr and Nagel. Their ex-planations were, however, ultimately unsuccessful because they did not emerge out ot a coherent SRP with consistent assumptions.

Consider Ted Gurr's findings that are most relevant to the EI-PC nexus. Gurr shows the following to be true for a global sample of nations: the greater the scope and intensity ot groups subject to economic discrimination, groups subject to political discrimination, and separatist groups in a nation, and the greater their size, cohesion, and coercive capacity, the greater the number of person-days lost from political violence in that nation. Gurr is to be credited with (a) broadening the EI-PC question to be consistent with the larger theoretical issues (i.e., relative deprivation) in his DA research program, and (b) producing apparently robust findings. Unfortunately, the innovative propositions and measurements Gurr introduces, and therefore the implicit assumptions behind them, are also consistent, as Tilly has pointed out,"? with his RA research program. Hence, Gurr's propositions about the EI-PC nexus are either too easily explained or fundamentally unexplained; take your pick.

In sum, statistical models of the EI-PC nexus are ad hoc because they have produced findings that are either (a) not robust, or (b) robust but unexplained. However, this research tradition has, through the inevitable academic challenge and response, made some progress. Data are more comprehensive : statistical modelers have seemed to settle on a common dependent variable—the *World Handbooks* measure of deaths from domestic political conflict. The statistical techniques are better : difference of means tests" have given way to single-equation estimation, factor analyses, and finally to multiequation models. And the control variables arc more interesting: modernization themes have given way to a focus on the policies and institutions of the regime and the dissidents. One must wonder, however, if the eclecticism of most statistical modelers will ever lead them to a robust and explicable EI-PC generalization.

Reprinted by permission from World Politics, July 1989.
Copyright (C) 1989 by the Trustees of Princeton University.

Mahatma Gandhi and Indian Labour
In the Light of Gandhian Philosophy of Labour-Capital Relationship

Prof. Nirban Basu
Former Mahatma Gandhi Chair Professor in Social Sciences, University of Calcutta

I
Gandhian Philosophy of Labour-Capital Relationship

Mahatma Gandhi (1869-1948) had his own perception, vision and ideas on every important issue he was confronted with, though there was an overarching framework of truth and non-violence, which provided sustenance and support to every aspect of his thinking and action. Gandhi had novel ideas about political goal and method as well as about capital-labour relationship. His theory and practice of industrial relations could in no case be an exception to his unflinching belief in higher morality. The fundamentals of his thought were embedded in Indian tradition and value-system on the one hand, and on the other, in his reading of Tolstoy, Ruskin and Thoreau, as also in his critical appraisal of Western civilization and thought. He could hardly reconcile to the basics of Western civilization and its ideological strands, be it capitalist or socialist, as to him, these were too materialistic.

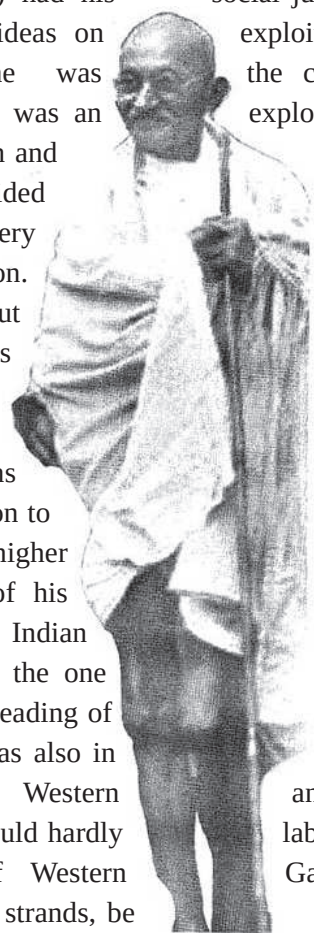

Nonetheless, Gandhi had a passion for social justice. He challenged the forces of exploitation and fought for ameliorating the conditions of the exploited. The exploited groups in India included industrial workers among others. Since their inception in the late-nineteenth and early-twentieth centuries, the industrial workers in India were ill-paid, ill-housed and maltreated. The working conditions in mills and factories were quite unsatisfactory. In the absence of any rules and regulations workers had to work under heavy strain and to face various health hazards. They were ill-organized, illiterate and indigent. They were victims of many vices like excessive drinking, gambling, extravagance and were badly in debt. Hence, labour had a special place in Gandhi's thought process.

Gandhi approached human

problems from an integrated outlook of life in which economics, ethics, psychology and religion were synthesized. Gandhian economics and sociology were the projections of his philosophy of non-violence, which was essentially moralistic. Gandhi's thinking about labour is to be placed within thisoverall framework. On no other subject did Gandhi's views undergo such a progressive change as it did on mechanization, industrialization, capital-labour relations, etc. The path he traversed from the Hind Swaraj days (1909) to the late 1940s was a long one, and the simultaneous orientation of his outlook within a basic pattern became quite marked and assumed much significance.

Gandhi's seminal work Hind Swaraj contained a severe condemnation of what was termed as 'modern civilization'. He came to the conclusion that, 'Machinery is the chief symbol of modern civilization; it represents a great sin'. His charge was not against machine qua machine, but insofar as it stood for the enslavement of human beings and accumulation of wealth in the hands of a few at the cost of and impoverishment of millions. The outbreak of a series of working class strikes in a number of industrial centres throughout the country at the close of World War I made a deep impact on Gandhi. He argued, 'We want to organize our national power not by adopting the best methods of production only, but by the best method of both production and distribution …what India needs is not the concentration of capital in a few hands, but its distribution'. In October 1924, soon after breaking one of his historic fasts, Gandhi said in a personal interview: 'Today machinery merely helps a few to ride on the back of millions. The impetus behind it all is not the philanthropy to save labour, but greed. It is against this constitution of things that I am fighting with all my might.'

However, from the second half of the 1920s, Gandhi's writing in the pages of Young India reveal that his ideas regarding machinery were in a process of evolution. His feeling for human welfare led him to distinguish between machinery and machinery, admitting that factories were inevitable and even welcome insome extremely specific purposes. He thus remarked: "I am socialist enough to say that such factories should be nationalized or state controlled. They ought only to be working under the most attractive and ideal conditions, not for profit, but for the benefit of humanity, love taking the place of greed as motive. It is an alteration in the condition of labour that I want."

From the mid-1930s, the demand for industrialization of the country accelerated within and outside the Congress led by modernist liberals like Jawaharlal Nehru, Left nationalists like Subhas Chandra Bose, radicals like M. N Roy, and the emerging forcesof the CongressSocialist Party. Gandhi could understand which way the wind was blowing. The assumption of office by the Congress in a number of provinces in 1937 posed a more concrete problem for formulating a policy towards industry and

labour. Gandhi wrote :

"I believe that some key industries are necessary. I do not believe in arm-chair or armed socialism. I believe in action according to my belief; without waiting for wholesale conversion. Hence, without having to enumerate key industries, I would have state ownership where a large number of people have to work together. The ownership of the products of their labour, whether skilled or unskilled, will vest in them through the state. But as I conceive such a state only based on non-violence, I would not dispossess moneyed men by force but would invite their co-operation in the process of conversion to state ownership.'

Thus, on the eve of independence, whenthe issue of industrialization came to the fore again as the socio-economic policy of independent India had to be given a definite orientation, Gandhi stuck to his changed position. The concession that he finally made, however, should not be taken to mean that he deviated from his basic faith or that he eventually became an advocate for industrialization in the sense the term is usually used.

Throughout his life, Gandhi condemned the system of capitalism in no uncertain terms. To him, accumulation of capital was immoral because it always involves violence. M. L. Dantwala in his Gandhism Reconsidered (1944), has suggested that Gandhi's opposition to capitalism was not based on logic unlike that of the materialistic conception of history propounded by Marx, espousing the inevitability of socialism. He did not adopt any theory of value which could explain accumulation of surplus value. He opposed capitalism simply because there was too much inequality in it. With the passage of time, Gandhis criticism of capitalism grew more severe. He tried in his own way to bring about an end to the 'rule of capital'. But the ideal society, as he had conceived it, was not to be brought about by forcible overthrow of capitalism, but by pursuing the principle of'trusteeship'. And that was in keeping with his general creed of conversion since he believed that man was not beyond redemption. Gandhi was opposed to capitalism, but he was never an enemy of the capitalists.

Principally a religious man to the core and a believer in eternal values, Gandhi lived and moved in a specific historical period and he took upon himself, the historic task of leading the Indian nation against political subjugation. The ideology of that political movement was nationalism, which was essentially and necessarily multi-class in character. Tills multi-class composition of the movement exerted its influence on Gandhi's thinking process.10 It was with the emergence of the militant trade union movement in industrial centres like Bombay, Calcutta and Kanpur that this class question made itself a generally recognized factor in public life. The newly emerging socialist forces also made their impact felt on the national movement. With the installation of the Congress ministries in the provinces, the situation became more complex. However, it

is wrong to think that only because of the objective compulsion, Gandhi propounded his novel theory so that both the conflicting forces, capital and labour, could be kept under one umbrella.

The moral strain in Gandhi's attitude towards labour-capital relations is found since his Ahmedabad days (1918). As he repeatedly said, 'The success of the workers entirely depends on the justice of their demands and their correct behaviour'. He wanted workers to raise themselves to the status of'part-proprietors'. During the Non-Cooperation movement, he wrote, 'The avowed policy of non-cooperation has been not to make use of disputes between labourand capital… We would be fools if we want to set labour againstcapital. It would be just the way to play into the hands of a government which would greatly strengthen its hold on the country by setting capitalists against the labourers and vice-versa.'

Pleading for the establishment of right relations between capital and labour, Gandhi said in 1925: 'Swaraj as conceived by me does not mean the end of capital. I do not wish for the supremacy of the one (labour / capital) above the other (capital / labour). I do not think that there is any natural antagonism between them. The rich and the poor will always be with us. But their mutual relations will be subject to constant change.'

Next year, he wrote :

... capital and labour need not be antagonistic to each other ... I do picture to myself a time when the rich will spurn to enrich themselves at the expense of the poor and the poor will cease to envy the rich. Even in a most perfect world we shall fail to avoid strife and bitterness. There are numerous examples extant of the rich and the poor living in perfect friendliness. We have but to multiply such instances.

It has generally been assumed that Gandhi did not recognize the existence of class struggle. This, however, does not mean that Gandhi failed to recognize the social reality of class differences or what he preferred to call 'conflict of interest' between capital and labour. What he did not believe was the necessity of fomenting and accentuating this difference. On the contrary, he believed in class-cooperation and class harmony. Because of his basic belief in conversion through non-violent means, he was opposed to the necessity of class conflict. His well thought-out scheme for labour organization is to be viewed in this overall context.

Gandhi evolved a well-knit policy which the workers should pursue during the course of their struggle against capital. In the first place, unity among the labour should be specially emphasized. Secondly, the workers' unions should not be organized with narrow aims andobjectives of only seeking to redress workers' economic grievances, but should also work for their social, cultural and moral uplift - all as part of workers' life, both inside and outside the factory. Thirdly, the direct aim of labour organization should not be political.

Fourthly, labour should evolve its own leadership from within. However, so long as the labour force was not sufficiently educated and self-reliant, it could seek guidance from the 'friends of labour'. Fifthly, labour organizations should strictly function on non-violent lines. Truth and non-violence should not only be cardinal principles, but an article of faith both with the unions and the workers. Finally, he proposed that the policy of the labour organizations should not be anti-capitalistic in spirit, tone and tenor and should not be based on any theory of class consciousness and class war. Thus, Gandhi's theory of industrial relations and trade unionism neither hinged on the Marxian model, nor on that of the capitalist countries. It was unique in its own way and was deeply embedded in his unflinching belief in truth and non-violence. In fact, Gandhi had visualized an industrial unit as an organic whole in which capital and labour formed two equal, indispensable and interdependent parts.

Some Marxist scholars and trade union activists regard many of Gandhi's ideals about industrial relations as visionary, unrealistic and simplistic. They opine that Gandhi's view of capital-labour relationship was in a real sense a theorization of the very naive words of the Ahmedabad mill-owners and this sophistry was trumpeted before the world as the novelty of Gandhian method for resolving labour-owner disputes. It was nothing but a form of restraining the workers from militant class struggle against the capitalists, promoting class peace and class collaboration and ultimately perpetuating the existing society, based on capitalist exploitation. However, such blatant denigration of Gandhi's ideas is open to serious criticism.

Gandhi has been dubbed as a social obscurantist and reactionary for his socio-economic philosophy, but little effort has been made to assess his socio-economic thought in its correct perspective and little attention has been paid to his growing and developing awareness of the changing reality. Gandhi was not an economist or sociologist in the conventional sense, nor a typical trade unionist. He did not undertake the task of drawing up elaborate and minute blueprintsfor the economic development and growth of the country. The solutions he offered for the alleviation of the economic ills from which India suffered did not derive from any rigid doctrinaire approach. The remedies he suggested derived, on the contrary, from his growing experience of the reality that confronted him at different stages of his life. The economic ideals he cherished were a necessary part of the elemental humanism that formed the basic core of his life and that spirit urged him on to plunge into the vortex of public life.

In this connection, a comparison between Karl Marx and Mahatma Gandhi will not be out of place. Both have made outstanding contributions to economic, political and social thinking. But while Marx, professing scientific socialism', propounded his theory as a guide to action

for 'revolutionary transformation of human society, Gandhi, who did not claim adherence to any set ideology, described his continuing quest in the realm of thought and action as experiments with truth'. The philosophy of Marx emanated from his quest for the liberation of the toiling masses. He interpreted human history as a product ofclassstruggle and expected all changes to be crystallized in its context Marx was not content with the mere interpretation of history, he strove to illuminate the path of its revolutionary transformation. He devised his theory of capitalist development almost with mathematical precision and with a clarion call— 'Workers of the World Unite; they have nothing to lose but their chains; they have only a world to win'. He expectantly awaited the impending economic crisis and the consequent revolution. However, history belied his hopes and defied his predictions. On the other hand, Gandhi's actions sprung from the inner recesses of his soul. In the words of the renowned socialist thinker and leader, Madhu Dandavate, 'human lives was his laboratory, love his instrument and appeal of the human heart his language'. Gandhi, throughout his life, experimented with truth and fought against all forms of tyranny, but he did that without any hatred for the individuals who built it. K. G. Mashruwala, a longtime associate of Gandhi, has aptly remarked that the Gandhian way of looking at life and life's problems is basically different from the Marxian one and the difference cannot be stated by such simple equations as 'Gandhism is communism sans violence', or 'Gandhism is communism plus God'. It is also not correct toequate the aim of establishing a classless socialist state with Gandhian ideal of 'Sarvodaya'. In positive terms, Gandhism is the method of progressing towards an 'ideal'–a long-range, everlasting programme.

II

Gandhi and the Indian Labour

Coming to the Indian context, it was specifically at Ahmedabad that Gandhi's ideas about industrial relations and trade unionism took a definite shape. It was Gandhi who provided the theoretical framework, as also its praxis to regulate the whole gamut of industrial relations and the methods of tackling it. In fact, the Textile Labour Association (TLA) was his laboratory for work among labourers.

Ahmedabad witnessed the rise of the modern textile industry in a medieval traditional city and the growth of an industrial working class since the second half of the nineteenth century. The tale of their miserable working and living conditions and the apathy of the mill-owners was no exception to the labour scenario in India at the time. But the mill workers of Ahmedabad were neither able to develop leadership from within, nor had they, unlike Bombay, any social worker or philanthropist to guide them in organizational and other trade union activities. Therefore, till the first decade and a half of the twentieth century, the workers had not learnt to form

themselves into unions. Sporadic protests of the workers were of very short duration and were in the form of hullad. It was only in the second decade of the twentieth century that the textile mill workers of Ahmedabad launched their first struggle in the real sense of the term.

Faced with a dearth of labour caused by a plague epidemic, the Ahmedabad mill-workers had been paying to the workers a bonus as high as 70 to 80 per cent of their wages since August 1917. When in January 1918, mill-owners suddenly stopped the payment of this bonus, the workers put forward a demand of 50 per cent additional allowance. Just back from South Africa, Gandhi happened to come in contact with the mill workers of Ahmedabad when, on their behalf, Anusuyaben Sarabhai, the sister of an influential mill-owner Ambalal Sarabhai, approached Gandhi for guiding them. Gandhi's relations with mill owners were also very cordial. Nevertheless, the mill-owners refused to refer the dispute to arbitration. Under these circumstances,

Gandhi who by this time had come in very close contact with the labouring class and their leaders, advised them to go on strike under three conditions: never to resort to violence; never to depend upon alms; and to remain firm no matter how long the strike continued and to earn their bread during the strike by any other honest labour.

The strike went on for 21 days. In the long-drawn out strike, the mill-owners were agreeable to compromise only if Gandhi promised to keep himself away from the workers for all times in future. Gandhi did not agree to this condition and consequently the mill-owners declared a lockout on 22 February 1918. Under the changed circumstances, Gandhi suddenly, decided to resort to individual fasting in order to maintain the morale of the strikers. He carefully explained that his fast was not intended to put pressure on the mill owners. He wrote, 'The net result of it was that an atmosphere of goodwill was created all around. The hearts of mill owners were touched and they set about discovering some measures for a settlement'. Finally, the compromise solution through arbitration stipulated reduction of the workers' demands by 7½ per cent and increase of the mill owners' offer by 7½ per cent. As a result there was a net increase in workers' wages by 27½ per cent.

Following this principle of arbitration of disputes between labour and capital, the Ahmedabad Mill-owners' Association, in a resolution adopted on 4 April 1920, appointed a permanent Arbitration Board consisting one nominee for each of the two sides. This was regarded as the ideal method of resolving labour-owner disputes as propounded and practiced by Gandhi and approved by the mill-owners. Already the struggle of 1918 and the efforts of Anasuyaben and Gandhi to provide a proper organization to the workers, in consonance with Gandhian ideas and principles of industrial relations and trade unionism, provided the immediate background of the formation of the Textile Labour Association

(TLA) on 25 February 1920.

The formation of TLA was followed by the framing of a detailed constitution. Its main aims, objects and methods had already been spelled out by Gandhi in the seventeen leaflets issued by him during the course of workers' strike of 1918. Apart from reiterating them in his inaugural speech, he emphasized that the purpose of labour unions was not to fight, intimidate or coerce the mill-owners, but to protect the interests of the workers through peaceful and non-violent means as well as on the basis of the philosophy of Sarvodaya, i.e. Gandhian ideas about limitation of wants, possession, trusteeship, human equality, mutual cooperation and well-being. Gandhi personally looked after and guided TLA's work for a number of years. He was a memberof its advisory committee until his death. He was a member of the Board of Arbitration until about 1936 when he resigned owing to his preoccupations with the national movement. Even thereafter, the TLA enjoyed his constant advice and guidance.

The question is, how far was the TLA able to apply Gandhian principles in setting the capital-labour disputes? Its attempts as an organization and the sincerity of its functionaries to live up to Gandhian ideas of industrial relations and trade unionism are unquestionable. Overcoming all sorts of hurdles, they not only all along strove, but also succeeded, in marching to the path outlined by Gandhi. Gandhi himself stated, 'In my knowledge the Ahmedabad Union is the best managed union. This does not mean that it has reached my ideal. It is trying to do so.'

Critics of Gandhi, however, point out that in the face of cutting wages by the mill management in 1923 and again in 1935, the TLA could do little. Already in 1933, the Communists had formed the Ahmedabad Mill Mazdoor Union as an alternative to the class- collaborationist policy of the Gandhian union: In spite of the organization being declared illegal in November 1934, they continued their activities secretly. When the Ahmedabad textile workers struck work in 1935, virtually ignoring the agreement that was entered into by the leaders of the TLA admitting wage cut which Gandhi in a personal letter addressed to the workers called upon to 'accept cheerfully', the Communists came to support the strike actively. In face of the stiff opposition of the owners and the TLA, the strike, however, could not be continued for long. Nevertheless, it was quite clear that the Gandhian magic had begun to wane in the eyes of the Ahmedabad labourers. Then, in the context of the Quit India Movement in August 1942, the Ahmedabad workers again struck work. The TLA supported the movement though they did not officially organize it and the mill-owners' cooperated with the workers. Critics are not very wrong when they remark that the 1942 movement in Ahmedabad was a management-led movement'. Another point of criticism is that Gandhi's unique position and influence was largely responsible for the success of

the TLA.

But it is difficult to agree with this view-point. The TLA was able to sustain its position and success even when Gandhi was almost off the scene since 1937. It is revealed from the personal observation and interviews of some prominent labour leaders of Ahmedabad that, in spite of all its drawbacks and limitations even decades after Gandhi's death, the TLA still enjoys an eminent position in Ahmedabad.

Outside Ahmedabad, trade unions on the same pattern as the TLA came to be formed since the 1930s only in some small industrial centres of western and central India. But its influence never spread to the major industrial centres elsewhere in India like Bombay, Calcutta, Kanpur or Madras, even when some of the principles ofthe TLA, like arbitration, came to be widely appreciated. The main reason for it appears to be that right from the beginning, the labour movement and trade unions elsewhere were directly or indirectly controlled by such politicians or politically-minded labour leaders who wanted to use them for their own political ends. Thus they affiliated these unions to political parties of various shades and denominations. Gandhi, on the other hand, always advocated thattrade unions should shun politics and as early as in 1927 he wrote, 'Labour must not become a pawn in the hands of the politicians on the political chessboard'. But this was exactly what the organized labour became in subsequent decades all over India. Gandhi's ideas on labour and their implementation should not be judged only within the limits of Ahmedabad connotations. The Indian National Congress at its annual sessions in Amritsar (1919), Nagpur (1920) and Gaya (1922) passed resolutions for the first time emphasizing on the organization of labour with a view to improving and promoting their well-being. But from the very beginning Gandhi, in contrast to the radical Congress leaders like C.R. Das, was strongly opposed to the idea that the Indian National Congress should have a direct co-relationship with the working class movement. He was one of the very few Congress leaders who opposed joining the AITUC since its inception in 1920. Up to 1934, the question of any collaboration between the Congress and the AITUC had been strictly ruled out, mainly under Gandhi's influence.

The Non-Cooperation movement (1919-21) provided the indirect psychological background to a militant labour movement in India. It is true that the labour movement or the strike was not a part of the Non-Cooperation programme and the demands of the workers were mainly economic. But one must admit that the workers participated in the nationalist activities and also shouted slogans like 'Gandhi ki Jai', although they did not follow the Gandhian principles in their own movements. During the Non-Cooperation movement, the self-professed Gandhian non-cooperators had an important role among the tea plantation and colliery workers in particular. All the reported strikes in the collieries in Jharia and Ranigunj

during this period took place only in the European collieries. The miners, predominantly recruited from tribals and lower castes, looked upon Darsanananda, a representative of Gandhi as, a God come to earth who will bring blindness, bareness among the women and flooding of pits', unless they followed his advice. Similarly, among tea-garden labourers of Kalimpong in Darjeeling district in Bengal, Dalbahadur Giri, a dismissed government servant and local firebrand Congress leader fomented an agitation in the name of Gandhi and popularized the slogan, "Uproot the tea-plants and grow maize or paddy instead'. In the Dooars and Assam tea gardens, the non-cooperators urged the coolies to spread the rumour to the effect that on a certain date (conveniently shifted from time to time), a terrible storm would destroy all those who had not declared allegiance to Gandhi. The prophesies were consistent with the cosmogonic belief system of the tribals, from whom the plantation labour was drawn. In short, the myth of the Mahatma had a special attraction for tribal tea-garden and colliery workers. Using the name of Gandhi, but not necessarily following his instructions or principles, local leaders led these workers into strikes. But after the failure of the Non-Cooperation movement, the name of Gandhi lost much of its magical appeal.

Even during the Non-Cooperation days, there were few orthodox Gandhian constructive organizers outside Ahmedabad working among industrial labour. And after the termination of the Non-Cooperation movement, there was little connection between Gandhi and labour. The Jamshedpur Labour Association dominated, though not completely monopolized, by the avowed Gandhites since 1938, the Bengal Labour Association, an organization of the Abhoy Ashrama group of ardent Gandhites, in their activities and strategy followed little of Gandhis ideal, although they professed their faith in Gandhian principles. Moreover, the spontaneous participation of the working class in the national movement was never repeated. In the course of the next two nationalist mass upheavals led by Gandhi— the Civil Disobedience movement (1930-2) and the Quit India movement (August 1942)— the industrial labour, by and large, were absent except ina few limited pockets.

The labour policy of the Congress took a turn around the mid- 1930s, more due to the exigencies of electoral politics than any inherent change in Gandhian policy or philosophy. The promulgation of the Government of India Act of 1935, the installation of the Congress ministries in seven out of eleven provinces in 1937, and the resurgence of the labour movement posed new questions before the Congress leadership. As the Congress was composed of diverse political elements and had to accommodate almost contradictory viewpoints, orthodox Gandhians decided to have an exclusive labour organization of their own with a definite ideology propounded by Gandhi. According to a resolution of the Working Committee of the Gandhi Seva Sangha in November 1937, the

organization of the constructive Gandhian workers, a labour sub-committee was established in 1938 with its headquarters at Ahmedabad. The aim of this sub-committee included building up of an effective organization of the industrial workers securing the redressal of their grievances through mutual consultation or failing that, through arbitration. If all the means of peaceful settlement failed, the committee wouldorganize strikes or other forms of suitable agitation, always to be based on truth and non-violence. With effect from March 1939, this labour sub-committee was transformed into the autonomous Hindusthan Mazdoor Sangha. But this organization could make little headway because of the outbreak of World War II in September 1939 and the subsequent large-scale arrest of the Congress leaders in the wake of the 1942 movement. Only after Gandhi's release in May 1944, Congressmen, who by then were set free, turned to such constructive work as was possible for them to undertake in the prevailing circumstances. The organization of the industrial workers proved to be an ideal object in this respect. Gandhi laid down a three-tier plan of action. At one end, the Congress committees would form their labour sub-committees to promote political consciousness among the industrial workers and to enroll them as primary members of the Congress. At the other end, there would be individual Congressmen taking part in the formation and conduct of unions which were to be autonomous bodies without direct subordination to any political organization. Situated between these two ends, the Mazdoor Sevak Sangh, with its provincial and local branches, was to co-ordinate the activities of the Congressmen engaged in labour work and to strengthen the link between the Congress and labour. The Sangh would not directly handle the trade union work, but its members would be permitted to operate within the AITUC. But the assumption that they could perform as an important lobby within the AITUC failed because the latter by that time was practically dominated by the Communists. In this situation, the Congress, on the eve of independence, decided to set up a distinctly separate trade union of its own known as the INTUC in May 1947. The Ahmedabad Textile Labour Association founded by Gandhi himself, which had so long kept aloof from any central trade union organization, now joined and functioned as the main plank of the INTUC on the plea that it subscribed to many Gandhian ideas and principles. But very soon, the INTUC came to be known as the 'sarkari union', run in the interests of the Congress. Within one year of independence, almost every political party set up a trade union branch of its own. The Gandhians, like other political elements, had no small share in the politicalization of labour.

The multiplicity of unions, the inter-union, and subsequently even intra-union, clashes, the unholy alliances between the management and some union leaders against the genuine interest of the workers— all of

these weakened the interests of labour in post-independence India. The pace of industrialization was stalled in some parts of the country due to irresponsible trade unionism. The warnings of Gandhi proved to be prophetic. A new danger began from the late 1980s and early 1990s with the growing impact of globalization, open market economy, computerization and mechanization. A large number of old factories came to be closed, the old type of production-system gradually came to be changed with the introduction of new machines, leading to large-scale retrenchment and certain new types of industries were set up where only highly skilled and trained workers were needed. In the face of all this, the very existence of the traditional working class was at stake and the trade unions had, and have, no readymade solution to offer before the workers.

Under the changing circumstances, the ideals of Gandhi, so long regarded as obsolete and too idealistic, have suddenly become more relevant. The traditional trade unions also are now harping on the theme of unified labour movement and the principle of dissociating labour unions from political parties. Even the Marxist trade unionists are now insisting that the workers should take an active interest in the well-being of the industry. Gandhi had exactly these things in his agenda and thus his ideas have now acquired a new relevance under the changed circumstances. Gandhi might have had little appeal to the working class of yesteryears, but his ideas have received a freshlease of life today.

References :

1. J. B. Kripalani, *Gandhi: His Life and Thought*, New Delhi : Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, 1970, p. 78.
2. S. K. Goel, *Gandhian Perspective on Industrial Relations : A Study of Textile Labour Association*, Allahabad 1918-48, Delhi : Shipra Publications, 2002.
3. J. S. Mathur and A. S. Mathur, eds., *Economic Thought of Mahatma Gandhi*, Allahabad : Chaitanya Publishing House, 1962, p. xlvii.
4. M. K. Gandhi, *Hind Swaraj* or I*ndian Home Ride*, Ahmedabad : Navajivan Publishing House, 1946, pp. 68-70.
5. B. Bhattacharya, *Evolution of the Political Philosophy of Gandhi*, Calcutta: Calcutta Book House, 1969, chap. 8.
6. *Young India*, 28 July 1920 and 23 March 1921, quoted in N. K. Bose, Selections from Gandhi (Ahmedabad, 1957).
7. D. G. Tendulkar, Mahatma: *Life of Mohandas Karamchand Gandhi*, vol. 2, New Delhi: Ministry of Information and Broadcasting, Publications Division, 1961, p. 158.
8. *Young India*, 13 November 1924.
9. *Harijan*, 1 September 1946.
10. Bhattacharya, *Evolution of the Political Philosophy of Gandhi*.
11. Cited in R. N. Bose, *Gandhian Technique and Traditions*, Calcutta : Research Division, All India Institute of Social Welfare, 1956, p. 18.
12. *Young India*, 20 April 1921.
13. *Young India*, 8 January 1925.
14. *Young India*, 7 October 1926.
15. N. K. Bose, *Studies in Gandhism*, Calcutta: Merit Publisher, 1962, p. 51.

16. Ibid.
17. Goel, *Gandhian Perspective on Industrial Relations*, Chap 3.
18. S. Sen, *Working Class of India: History of Emergence and Movement*, 1830-1970, Calcutta : K.P. Bagchi, 1977, p. 153.
19. Bhattacharya, *Evolution of the Political Philosophy of Gandhi*.
20. M. Dandavate, *Marx and Gandhi*, Bombay: Popular Prakashan, 1977, pp. 136-8.
21. K. G. Mashruwala, *Gandhi and Marx*, Ahmedabad : Navajivan Publishing House, 1951.
22. Goel, *Gandhian Perspective on Industrial Relations*, concluding chap.; also see M. K. Gandhi, *An Autobiography* or *The Story of My Experiments with Truth*, Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1948.
23. Gandhi, *An Autobiography*, p. 231.
24. Sen, *Working Class of India*, pp. 153-4.
25. S. Patel, *The Making of Industrial Relations: The Ahmedabad Textile Industry*, 1918-1939, Delhi: Oxford University Press, 1987.
26. Goel, *Gandhian Perspective on Industrial Relations*, op. cit.
27. *Indian Annual Register*, part 3, 1927, p. 118.
28. R. Chatterjee, *Working Class and the Nationalist Movement in India : The Critical Years 1920-24*, Delhi: South Asian Publishers, 1984.
29. G. Ramanujam, *From the Babul Tree: Story of Indian Labour*, Delhi : INTUC Publication, 1967, pp. 14-16
30. R. K. Ray, *'Masses in Politics : The Non Co-operation Movement in Bengal, 1920-22'*, in Indian Economic and Social History Review, vol. 11, no. 4, 1974, pp. 343-410.
31. M. Ghosh, *Our Struggle*, Calcutta; Firma K. L. M, 1973, 2nd edn.
32. N. Basu, *'Gandi Gandhians and Labour : The Bengal Scenario, 1929-47'*, in Rivista Italiana di Studi Sudasiatici, vol. 3, 2008.
33. N. Basu, *The Political Parties and Labour Politics, 1937-47*, Calcutta : Minerva, 1992, pp. 38-9.
34. N. Basu, *'Gandhi and Indian Labour' in Gandhi: Yesterday and Today*, ed. A.Mukherjee, Calcutta : Institute of Historical Studies, 1997

*This paper was presented in the National seminar on Philosophy of Mahatma organized by Asiatic Society, Kolkata on February 12-13, 2019. Some of the arguments presented in this paper have certain similarities with my another paper entitled 'The Labour and the Mahatma : In theory and Practice, 1918-48 included in Quest of the Historian's Craft : Essays in Honour of Professor B. B Chaudhuri Part II : The Polity, Society and Culture edited by Arun Bandopadhyay and Sanjukta DasGupta (Delhi, Manohar, 2018) but the present article specifically emphasizes on the theme of Gandhian philosophy.

মনীষী মওলানা আবুল কামাল আজাদ

রেজাউল করীম

মহাপুরুষ আফগানি সম্বন্ধে একজন লেখক দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, অত বড় বিপ্লবী মানুষকে তাঁহার জীবদ্দশায় সমাজ ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই। এমনকি, তাঁহার বিপ্লবী আদর্শ, প্রচণ্ড তেজ, অদম্য সাহস ও মৌলিক চিন্তাধারার সুযোগ দেশ ও সমাজ সম্যকভাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই। তাই যাহাদের কল্যাণের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকেই তাঁহাকে এক মুহূর্ত শান্তি দেয় নাই। আরব, মিশর, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের রক্ষণশীল নেতাগণ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে পড়িয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে গৃহান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে বিতাড়িত করিয়া বেড়াইয়াছেন; নির্বাসন, কারাগার এসবও তাঁহার ভাগ্যে বহুবার হইয়াছে। দেশে-বিদেশে সর্বত্র তাঁহাকে অসহ্য নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে। তাঁহার রচিত পুস্তকাবলী বহু দেশে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা কেহ নির্বাপিত করিতে পারে নাই। তাঁহার মৃত্যুর বহু যুগ পরে নিকট-প্রাচ্যের প্রত্যেক দেশই বুঝিয়াছে যে, তাঁহার মত সমাজহিতৈষী লোক খুব কমই জন্মিয়াছে। যখন তাহারা তাঁহার বিপ্লবী মনের পরিচয় পাইল, তখন তাহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিল। কিন্তু তখন তিনি অন্যলোকে চলিয়া গিয়াছেন।

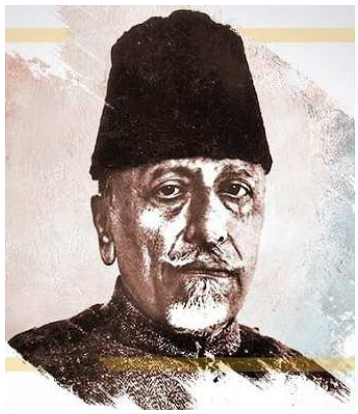

যাহারা একদা জামালউদ্দীনের অমূল্য গ্রন্থরাজী বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল, তাহাদেরই উত্তরাধিকারিগণ বহু ব্যয় করিয়া সাদরে সেইসব গ্রন্থ পুনমুর্দ্রিত করিয়াছে। আজ জগতের বহু কেন্দ্রে মহাড়ম্বরে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যেক দেশেই এইভাবে যুগান্তকারী মনীষীদেরকে প্রথম জীবনে নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে এবং পরবর্তীকালে তাঁহারা এইভাবেই সম্মানও পাইয়াছেন। নবযুগের দ্বিতীয় জামালউদ্দীন মওলানা আবুল কালাম আজাদ সম্বন্ধেও এই কথাই বলা চলে। মনীষী আবুল কালাম আজাদ জামালউদ্দীনের মতই সমগ্র জীবন দেশ ও সমাজসেবায় নিয়োজিত করিয়ছিলেন। তাঁহার সমাজসেবা সখের সমাজসেবা নহে। একদল নেতা আছেন, যাঁহারা প্রথম জীবনে চাকুরী-বাকুরী করিয়া, অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া কোটিপতি, লক্ষপতি হইয়া পরিণত জীবনে সুলভ রাজনীতির ব্যবসা করিয়া দেশ বিদেশে সুনাম অর্জন করেন। মওলানা আজাদের রাজনীতি ও দেশসেবা সে ধরনের নহে। তিনি জানিতেন, দেশসেবার পথ বড়ই বিপদসঙ্কুল; আর জানিয়া শুনিয়া তিনি এই পথই বাছিয়া লইয়াছিলেন। কখনও কাহারও অনুগ্রহের প্রত্যাশী হন নাই, কখনও নেতৃত্বের অভিলাষী হন নাই। দেশ ও সমাজসেবার জন্যই তিনি জীবনকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই সুকুমার

বাল্যকাল হইতে অদ্যাবধি একটা সুমহান আদর্শকে অবলম্বন করিয়া তিনি গড়িয়া উঠিয়াছিলেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরে যখন রাজনীতি-জ্ঞানের উন্মেষ হয় নাই, তখন সুদক্ষ গুরুর মত তাহাকে রাজনীতি শিক্ষা দিয়াছেন! যখন প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ সমাজের পরতে পরতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার চৈতন্যোৎপাদনে ব্যাঘাত জন্মাইতেছিল, তখন তিনি সমস্ত বিপদ ও দুর্ভোগ স্বীয় স্কন্ধে লইয়া সমাজের মনোবৃত্তির পরিবর্তন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইসলামের আদর্শ সম্বন্ধে যখন সমাজের ধারণা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন মওলানা আজাদ তাঁহার অপূর্ব পাণ্ডিত্য প্রভাবে সমাজের সেই ধারণা দূর করিবার জন্য দিনের পর দিন অক্লান্ত ভাবে লেখনী পরিচালনা করিয়া বহুলাংশে সফলকাম হইয়াছিলেন।

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ যখন বিশ্বকে নানা প্রকার ষড়যন্ত্রের দ্বারা এক এক করিয়া গ্রাস করিতেছিল, তখন এই শাস্ত্রজ্ঞ মওলানা আজাদ—প্রাণের ভয় না করিয়া রাজরোষে পতিত হইবার ভয় না করিয়া—অকুণ্ঠিতচিত্তে জাতির আসন্ন বিপদের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পটভূমিকা ব্যতীত ভারতীয় সমস্যার আলোচনা করা চলে না, এই মহা সত্য তিনি বহু পূর্বে দেশবাসীর নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন। ত্রিপলী যুদ্ধ ও বল্‌কান যুদ্ধের সময় তিনি সমাজকে এক নূতন তথ্যের সন্ধান দিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা ব্যতীত নিকট-প্রাচ্যের কোন মুসলমান প্রধান দেশ নিরাপদ নহে। বিগত মহাসমরের পর তাঁহার এই কথার সার্থকতা পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল। খিলাফত যখন বিপন্ন, মিত্রপক্ষীয় শক্তিবর্গ তখন গোপনে সমগ্র তুর্কি সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিবার জন্য হীনতম ষড়যন্ত্র করিতেছিল, তখন আর

কেহ নহে—এই মওলানা আজাদই ভারতীয় মুসলমানকে তাহার আশু বিপদের সঙ্কেতধ্বনি দিতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হন নাই। আজ যখন সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতির কুপ্রভাবে ভারতবাসীর মধ্যে দাস-মনোভাব বিষের মত ক্রিয়া করিতেছে, তখনও মওলানা আজাদ সুদক্ষ চিকিৎসকের মত সেই প্রাণান্তক বিষের প্রভাব হইতে ভারতবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিলেন। সঠিক পথের নির্দেশ দিবার জন্য তিনি যে পতাকা হাতে লইয়াছিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহা অবনমিত করেন নাই। কত ঝড় আসিয়াছে, কত বিপদের সম্মুখীন হইয়াছেন, কত নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন—কিন্তু মওলানা আজাদ এক চুলও নিজের আদর্শ ও পথ হইতে বিচ্যুত হন নাই। এই একটি মানুষ—যিনি সংগ্রাম ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, যিনি নিজের ব্যক্তিগত সুখের দিকে কখনও দৃকপাত

করেন নাই—নিজের বলিতে যাঁহার কিছুই নাই,—এই লোক যে কোন দেশের ও যে কোন জাতির শ্রদ্ধা ও গৌরবের আস্পদ। এমন একান্তভাবে দেশ ও সমাজসেবার দ্বিতীয় উদাহরণ সম্ভবত আর নাই। কিন্তু এহেন মনীষীর ভাগ্যে জামালউদ্দীনের মতই জুটিয়াছে শুধু লাঞ্ছনা ও নির্যাতন। একদিকে সরকারের রুদ্র নীতি, আর একদিকে সমাজের লাঞ্ছনা—এই দুই দিকের চাপ তাঁহাকে রুদ্ধশ্বাস করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু প্রদীপ্ত সত্যকে কেহ নির্বাপিত করিতে পারে নাই। তাঁহার চির বিদ্রোহী অন্তর সরকারকে শশব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বীর পুরোহিতকে বহুবার কারাবরণ করিতে হইয়াছিল। আর বিপ্লবাত্মক ভাবধারা প্রচারের জন্য এবং সমাজের গতানুগতিকার মূলে আঘাত করার জন্য তাঁহাকে সমাজের তরফ হইতে নিন্দাগ্লানি কম সহ্য করিতে হয় নাই।

রাজনৈতিক সভামঞ্চে মওলানা আজাদের বক্তৃতা শুনিলে মনে হয়, এমন তেজ—এমন সূক্ষ্ম সমালোচনা—এমন সুগভীর জ্ঞান বুঝি আর কোথায়ও নাই। আবার ধর্মসভায় তাঁহার বক্তৃতা শুনিলে মনে হয়, ইসলামের এমন উদার ও মহান ব্যাখ্যাও যেন কোথাও শুনি নাই। কি গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, রাজনীতির কি অন্তর্ভেদী সমালোচনা, ইসলামের প্রতি কি অকৃত্রিম অনুরাগ। এই একটি লোক যাহাকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ কখনও বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই, ক্ষণিক সুখ সুবিধার মোহ কখনও যাহাকে কর্তব্যচ্যুত করিতে পারে নাই। তিনি নিন্দা, গ্লানি, অত্যাচার, নির্যাতন—সবই সহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু যাহা সত্য বলিয়া জানেন তাহা হইতে কখনও স্খলিত হন নাই। গড্ডালিকা স্রোতে ভাসিয়া গেলে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন কত সুখকর হইত, ঐহিক বিষয়ে তিনি কত লাভবান হইতেন! কিন্তু কোনদিন তিনি নিজের আদর্শের ও বিবেকের বিরুদ্ধে যান নাই। কাজেই, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মুসলমান সমাজ আবুল কালাম আজাদের মত একজন সত্যের চির উপাসক ও আদর্শের একনিষ্ঠ সেবককে তাঁহাদের মধ্যে পাইয়াছেন। যে যুগের ধর্মান্ধতা সমাজকে পাইয়া বসিয়াছিল, যে যুগে সমাজ মেকি ও নকল বস্তুর মোহে সাম্রাজ্যবাদের কৃতদাস হইয়া পড়িয়াছিল এবং সম্রাজ্যবাদের পদতলে আত্ম-বিক্রয় করিয়াছিল, সেই যুগে সেই সমাজের মধ্যে আবুল কালামের মত মনীষী উদ্ভূত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে একটা মহান আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছিলেন; তাঁহাদেরকে দেখাইয়াছিলেন যে, গতানুগতিকতার পথে সমাজের মঙ্গল নাই—তাঁহাদেরকে এমন একটা পথের নির্দেশ দিয়াছিলেন যাহা প্রত্যেক যুগের বিপ্লবী ও দূরদর্শনী নেতারা দিয়া থাকেন। তখন হয়ত আমাদের উত্তরাধিকারিগণ এ যুগের সমাজকে এই বলিয়া ধিক্কার দিতে থাকিবে যে, ইহারা এতই মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহারা মওলানা আবুল কালামকে চিনিতে পারেন নাই। আজ জামালউদ্দীন সর্বত্র সে সম্মান পাইবেন। যেদিক দিয়াই দেখি না কেন, মওলানা আজাদ একজন যুগ-প্রবর্তক মনীষী, বিংশ শতাব্দীর 'মোজাদ্‌দেদ'।

রাজনৈতিক জীবনে বহু নেতা বহু ডিগ্‌বাজি খাইয়া থাকেন; তাঁহাদের প্রথম জীবনের নীতি ও আদর্শের সহিত শেষ জীবনের নীতি ও আদর্শের কোনওরূপ সামঞ্জস্য থাকে না; তাঁহারা শেষ জীবনে সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা অবলম্বন করেন। মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্‌ড প্রথম জীবনে ছিলেন শ্রমিক দলের নেতা, পরে হইয়া পড়িলেন রক্ষণশীল দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ নেতাগণ কোথা হইতে কোথায় গিয়া পড়িয়াছেন তাহা

সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু ইহার কারণ কি? ব্যক্তিগত স্বার্থ ইহার মূল কারণ নয়। ইহার মূল কারণ দূরদর্শিতার অভাব। তাঁহারা প্রথম জীবনে ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে কাজ করিয়া অনাগত যুগের বিরাট পরিবর্তনের ও যুগান্তকারী বিপ্লবের কথা ভাবিতে পারেন নাই। তাঁহারা একটু অগ্রসর হইয়াই মনে করিয়াছিলেন—উহাই বুঝি প্রগতির চরম বিকাশ, উহা অপেক্ষা আর এক পা অগ্রসর হওয়া চলে না। নিজেদের পরিকল্পিত আদর্শকে তাঁহারা চরম আদর্শ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। অন্য কাহাকে আর একটু অগ্রসর হইতে দেখিলে তাঁহারা ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িতেন। এত দিনের সব সাধনা বুঝি পণ্ড হইয়া যাইবে। কিন্তু যাঁহারা সত্যিকারের বিপ্লবী, তাঁহারা এরূপ করেন না। তাঁহারা সব সময়ই অনাগত যুগের বিপ্লব, আড়োলন ও পরিবর্তনের কথা ভাবিয়া থাকেন। সেইজন্য তাঁহারা যেখানে দাঁড়াইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন, সেইখানেই স্থির হইয়া থাকেন না। যুগের প্রয়োজনমত প্রগতির আদর্শ ও সীমা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও সেই তালে তালে অগ্রসর হন। সেই জন্য তাঁহারা কোন যুগেই সে-কেলে ও রক্ষণশীল হইয়া থাকেন না। প্রাচীনত্বের দোহাই দিয়া কোন কর্মপন্থাকে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না। তাঁহারা জানেন যে, রাজনীতিতে অলঙ্ঘ্য ও পবিত্র (সাক্রোসেন্ট) বলিয়া কোন বস্তু নাই। ক্রমবর্ধমান জন-জাগরণের সহিত রাজনীতিক আদর্শ, অধিকার ও কর্মপন্থার সীমা পরিবর্তন হয়। তাই তাঁহারা প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক পরিবর্তন ও বিপ্লবের মধ্যেও অনাগত ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া থাকেন। ভাবটা এইরূপ, আরও বিপ্লব আসিবে, তাহাও সহ্য করিতে হইবে। তাঁহাদের প্রত্যেক কর্মপন্থায় ভবিষ্যতের বিপ্লবের ইঙ্গিত থাকিয়া যায়। তাঁহারা চির নবীন ও চির সজীব। মওলানা আবুল কালাম আজাদ এই ধরনের মনীষী, এই ধরনের বিপ্লবী।

প্রগতির মরীচিকা

জহর সেন

এক

প্রগতি, প্রগতির পথে, প্রগতিশীল এসব শব্দ আমরা নিত্যই ব্যবহার করি। শব্দগুলি সবসময় অগ্রগতির সূচক তা কিন্তু নয়। প্রগতিশীল শব্দটির বিপরীত অর্থে ব্যবহার করা হয় প্রতিক্রিয়াশীল বা রক্ষণশীল। এটাও যুক্তিসংগত নয়। প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল, এ দু-এর মাঝখানে বিস্তীর্ণ ধূসর এলাকা আছে। অজস্র মানুষ আছেন, যারা না প্রগতিশীল, না প্রতিক্রিয়াশীল। এই দুইটি শব্দের সঙ্গে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যঞ্জনা যুক্ত হয়ে গেছে।

প্রগতির (progress অর্থে) ধারণা মূলত পশ্চিমি সভ্যতার অঙ্গ। প্রাচ্যের জীবনদর্শনে প্রগতি অনুপস্থিত। আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধি প্রাচ্যদর্শনের সারসত্য। পশ্চিমি ধারণা হিসাবে প্রগতি যৌথ জনজীবনের অঙ্গীভূত। প্রাত্যহিক যৌথ জনজীবনে প্রগতির প্রকাশ। বাস্তব জীবনে তা স্পষ্ট। সম্ভাবনা রূপেও তা প্রকাশপ্রবণ। অতীতের নগরায়ণের সঙ্গে বর্তমান নগরায়ণের যখন তুলনা করি প্রগতির বর্ণনাত্মক দিকটাই তখন আমাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। নগরায়ণ উন্নতিমুখী এবং সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম। এই ধরণের বক্তব্যে প্রকাশিত হয় বিচারমূলক প্রবণতা। প্রগতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক ধরণের প্রশ্নাতীত বিশ্বাস। বিশ্বাসটা হল প্রগতিমুখী পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত আছে উৎকর্ষমুখী প্রবণতা। এই প্রবণতা ভবিষ্যতেও স্থায়িত্ব পাবে। এই ধরণের বোধ থেকেই জন্ম নিয়েছে প্রগতির প্রতি অচলা ভক্তি। এযুগের মানুষ এক ধরণের সুদৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ। তা হল যাবতীয় মানবিক প্রচেষ্টার কাম্য লক্ষ্যই হবে প্রগতিমুখী। প্রগতি অলঙ্ঘ্য নিয়ম। প্রগতি কাঙ্ক্ষিত আদর্শ। এ দু-এর সুসমঞ্জস সমন্বয়ের প্রতি এযুগের মানুষের আস্থা অটুট।

এযুগে প্রগতি ও প্রযুক্তিকে সমার্থক মনে করা হয়। এর অর্থ হল মানুষের বস্তুগত কল্যাণ এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে উৎপাদন ক্ষমতার ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ। প্রগতি, প্রযুক্তি ও বিশ্ব অর্থনীতিতে উৎপাদনক্ষমতা, এই সব কিছুই ঊর্ধ্বগামী। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, পূর্বের চেয়ে সাধারণভাবে মানুষ কি অধিক সুনীতি পরায়ণ ও প্রাজ্ঞ হয়েছে। আরও সহজভাবে বলতে গেলে সুনীতি ও প্রজ্ঞায় মানুষ কি আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি ঊর্ধ্বচারী?

দুই

প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষ এখন অনেক কিছু জানে। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে মনোজগত, সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কিছুই তার অজানা। যে পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের রহস্য উদ্‌ঘাটন সম্ভব, ঠিক সেইভাবে মনোজগত, সমাজ ও ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্ণয় সম্ভব নয়। প্রতি প্রজন্মে বিজ্ঞানকে মানুষ পায় উত্তরাধিকারসূত্রে। পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত প্রজন্মান্তরে জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। কিন্তু প্রতি প্রজন্মে মানববিদ্যা গড়ে ওঠে সেই প্রজন্মের যোগ্যতা ও সাধনা অনুযায়ী। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রগতির মতো সুনীতির প্রগতিও কি পরস্পরালব্ধ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত যৌথ সংযোজন? প্রজন্মান্তরে স্থায়ী সাধনার যোগফলে মানুষের চিত্তের উৎকর্ষ বাড়ছে কি?

পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস গ্রন্থে প্রগ্রেস বা প্রগতি অর্থে আত্মার মুক্তির কথা বলা হয়েছে। নিয়ত অনুশীলনের ফলেই জাগ্রত ও পরিপুষ্টি হয় ব্যক্তিমানুষের সুনীতিবোধ, সুমতি, সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সদাচার। এখানে ব্যক্তিমানুষের আত্মার মুক্তি ও

মনস্তাত্ত্বিক উৎকর্ষের কথা বলা হচ্ছে। এই ধরণের মুক্তি বা উৎকর্ষ বা প্রগতি যৌথ মানবগোষ্ঠী বা সমগ্র মানবজাতির প্রতি কি প্রযোজ্য? সমগ্র মানবজাতির মানসিক উৎকর্ষের জন্য শিক্ষাপ্রকল্প কি আদৌ বাস্তবে সম্ভব? ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব আছে। আছে মানে being। সে ন্যায়পরায়ণ হয়ে ওঠে। হয়ে-ওঠাকে বলে becoming। ব্যক্তি যেমন হয়ে ওঠে যৌথ জনজীবন কি ঠিক সেইভাবে গড়ে ওঠে বা হয়ে ওঠে? ব্যক্তির গড়ে ওঠার সঙ্গে ঐতিহাসিক বিবর্তনে গঠিত সমাজের হয়ে-ওঠার তুলনামূলক বিচার চলে না। মোহনদাস গান্ধী হয়ে উঠেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। সমসাময়িক ভারতীয় সমাজ কি ঠিক অনুরূপভাবে বিবর্তিত হয়েছিল বা গড়ে উঠেছিল?

তিন

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে প্রগতির গতিপ্রকৃতি আমরা বিচার বিশ্লেষণ করে থাকি সাধারণত কয়েকটি নির্দিষ্ট নির্বাচিত ক্ষেত্রে। যথা, ১. সভ্যতা, ২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ৩. সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ৪. জীবনের নিরাপত্তা ও সুখান্বেষণ, ৫. জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনের আয়োজন এবং তা উপভোগের ধরনধারণ, ৬. আইনের শাসন ও আইনের উন্নত মান, ৭. মনুষ্যত্বের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধাবোধ, ৮. যৌথভাবে একত্রে বসবাস করার অভিজ্ঞতা।

এইসব ক্ষেত্রে প্রগতিকে আমরা আরোহণ বা উত্তরণ (ascent) হিসাবে চিহ্নিত করে থাকি। এর জন্য কিছু অসামান্য মূল্য দিতে হয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য যে মূল্য দিতে হয়, তাকে বলে বিশেষায়ন (specialisation)। বিশেষায়নের ফল হল খণ্ডিত জ্ঞান। প্রগতির ফলে জ্ঞানের ভাণ্ডারে নতুন জ্ঞান হল সঞ্চিত। কিন্তু সে ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীর দান হল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে সংকুচিত।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর ব্যবধান হয়ে পড়ে দুস্তর। এর কুফল হিসাবে জন্ম নেয় ও ছড়িয়ে পড়ে কপট বিজ্ঞান এবং কুসংস্কার। তা সত্ত্বেও সারকথা হল অনুসন্ধানের সাধনা বিজ্ঞানীকে সমৃদ্ধ করে। সাধনার অভাবে সত্য হয় বিকলাঙ্গ।

মানুষের জীবনের রীতিনীতি আচার আচরণকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে প্রযুক্তি। বিশ্বপ্রকৃতির উপরও প্রকৃতির প্রভাব অশেষ। প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে মূল্যবোধ বিচারের কোনও সম্পর্ক নেই। পারমাণবিক বোমার চেয়ে হাইড্রোজেন বোমার বিধ্বংসী শক্তি অনেক বেশি। এর অর্থে প্রযুক্তিক অগ্রগতি হয়েছে। আমাদের একটা মৌল জিজ্ঞাসা হল : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে মানুষের নৈতিক উৎকর্ষ কি সম্ভব হয়েছে?

চার

প্রযুক্তির প্রগতিকে বিচার করা হয়, তার ফলাফলের মাপকাঠিতে। ফলাফল মানুষের প্রয়োজনে আসে। কিছুকিছু ফলাফল সুনীতির পরিপোষক। কিছু কিছু সুনীতির সংহারক। ভালোমন্দের হিসাবনিকাশ খুবই কঠিন। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি কি সুনীতির পরিপোষক? স্বেচ্ছাতন্ত্র সুনীতির সংহারক। একটি ব্যবস্থা (system) হয়তো ভালো। এ কারণে ওই ব্যবস্থার অন্তর্গত মানুষও যে ভালো হবে, তা সুনিশ্চিত নয়। প্লেটো এমন একটি সমাজব্যবস্থার সন্ধান করেছিলেন, যেখানে সক্রেটিসকে ওইভাবে প্রাণ দিতে হবে না। আমরাও ভাবি গান্ধীজির আত্মবলিদান কি অনিবার্য ছিল?

নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাতন্ত্রে শাসকশ্রেণি নির্বিচার অত্যাচার উৎপীড়নের পাপে লিপ্ত। সাধারণ মানুষের মধ্যে তারা প্রত্যাশা করে এবং উৎসাহিত করে কাপুরুষতা, শঠতা, মোসাহেবি, বন্ধুজনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, নির্মম ঔদাসীন্য এবং ভীতসন্ত্রস্ত অবসাদ। স্বৈরাচারী ব্যবস্থায় পুরস্কৃত হয় কপট দুরাচারী মানুষ। নিগৃহীত হয় অকপট সদাচারী সদাত্মা। এই পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীর মতো সত্যব্রতে সিদ্ধ মানুষের আত্মবলিদান আমাদের সত্যাগ্রহে অনুপ্রাণিত করে।

সক্রেটিস বলেছিলেন, অন্যায়কারী প্রথমে নিজের ক্ষতি করে। কারণ তার আত্মা নিম্নগামী। একথা শোষকশ্রেণির পক্ষেও প্রযোজ্য।

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে একজন শোষণ নাও করতে পারে। এমন হতেই পারে তার শ্রেণিগত অবস্থান তাকে

শোষকে পরিণত করেছে। মন্দ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যক্তির নীতিনিষ্ঠ জীবন বিকাশের পক্ষে প্রতিবন্ধক।

পাঁচ

ম্যাকিয়াভেলির পর থেকে রাষ্ট্র সম্পর্কে একটি ধ্রুপদী ধারণা গড়ে উঠেছিল। রাষ্ট্র সুনীতিচালিত এবং সুনীতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠান। আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় এই ধারণা বাতিল হয়ে গেছে। প্রাধান্য পেয়েছে এক নতুন ধরণের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা। নতুন ভাবনায় রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে উপযোগিতাবাদী (utilitaerian) প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তির নিরাপত্তা রক্ষা করবে রাষ্ট্র। কিন্তু ব্যক্তি জীবনের কাজকর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব কম হস্তক্ষেপ করবে। এই ধরণের রাষ্ট্রিক ভাবনায় প্রাধান্য পেয়েছে ব্যক্তির অধিকার। কিন্তু ব্যক্তির দায়দায়িত্ব অনুরূপ প্রাধান্য পায়নি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় মূল লক্ষ্য হল রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তির বলিদান। ব্যক্তি বিকশিত হবে রাষ্ট্রিক মতাদর্শের ছাঁচে।

ছয়

শুধুমাত্র স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুকূল পরিবেশেই সম্ভব ব্যক্তিস্বাধীনতার সুরক্ষা। স্বাধীনতা এক ধরণের ঝুঁকি। স্বাধীনতার ঝুঁকির মধ্যেই মানুষের বিচারবুদ্ধির প্রকাশ। আপন বিচারবুদ্ধি মতো পথ চলা মানব চরিত্রের একটি স্বতোৎসারিত সৎগুণ। নিরাপত্তার খোঁজে অধিকাংশ মানুষ জীবনযাপন করে। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় জীবন অনেক বেশি কাম্য। স্বাধীনতা সম্প্রসারণের মাধ্যমেই ঘটে প্রগতির ব্যাপ্তি। প্রগতির ব্যাপ্তি কিছু প্রয়োজনীয় শর্ত-সাপেক্ষ। শর্তাবলী এখানে উল্লেখ করছি।

১. স্বাধীনতাবর্ধক ব্যবস্থা স্বাধীনতাহীন ব্যবস্থার চেয়ে শ্রেয়।

২. স্বেচ্ছাচারী শাসন নয়, আইনের শাসনই কাম্য।

৩. অসাম্যের চেয়ে শ্রেয় আইনের দৃষ্টিতে সাম্য।

৪. কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মেধার ভিত্তিতে যোগ্যতা বিচার সুবিধাভোগী শ্রেণির বিশেষ অধিকার থেকে শ্রেয়।

৫. শাসককুলের কাছে চিরদিনের জন্য আত্মনিবেদনের চেয়ে অনেক বেশি কাম্য হল স্বক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও জনহিতকর কাজে আত্মনিবেদন।

৬. যৌথ সমরূপ (homogenety) নয়, ব্যক্তি মানুষের বৈচিত্র্য ও বহুবচনই হল আদর্শ সমাজব্যবস্থার ভিত্তি।

৭. চাপের প্রভাব সব কিছু মেনে নেওয়া সুস্থ সমাজের লক্ষণ নয়। অন্যের প্রতি সহিষ্ণুতাই হল সমাজসংহতির সুদৃঢ় স্তম্ভ।

এইটি ওইটির চেয়ে ভালো। আমাদের দৃষ্টিতে এর অর্থ হল এইটি ওইটির চেয়ে সুনীতির মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠ। ওইটি হয়ত অংশ এবং সামগ্রিকভাবে সুগম। কিন্তু সুনীতিনিষ্ঠ নয়। এইটির ভিত্তি যদি সুনীতি হয়, তাহলে এইটিকেই মানবো। দক্ষ না হলেও মানবো।

প্রশ্ন এই নয় যে এখন পর্যন্ত মানুষের পক্ষে আরও কত কিছু করা সম্ভব। প্রকৃত প্রশ্ন হল : মানুষ যা করতে পারে তার কতটুকু প্রকৃতি সইতে পারে? প্রকৃতিরও সহ্য মাত্রা সীমাহীন নয়।

আরও দক্ষ হও, সুনিপুণ হও। এইটিই কিন্তু সুনীতির প্রবচন নয়। শক্ত ভাষায় সুনীতি তোমাকে শোনাবে : আরও হৃদয়বান হও, দায়িত্বশীল হও। দায়িত্ব পালনে আশার আনন্দ আছে। আশাভঙ্গের মনস্তাপও আছে। দায়িত্ববোধের মধ্যে অভয় আছে। আশঙ্কাও আছে। মানুষের প্রতি অটুট শ্রদ্ধাই হল দায়িত্ববোধের সারবস্তু।

Nā main dharmi, nāhi adharmi...

I am not religious, I am not irreligious,
Neither a monk nor a lecher,
I neither babble, nor listen,
Neither a master nor a slave am I,
Neither bound, nor free,
Neither non-attached nor attached,
Neither aloof nor involved,
Neither do I go to hell,
Nor do I go to heaven,
All action is my doing
And yet I am beyond all action—
Such a faith is rare indeed,
One who has it is steadfast.
Kabir neither founds a faith
Nor destroys it.

(*Kabir*, Tagore, p.85)

Gandhi Smarak Sangrahalaya
14, Riverside Road, Barrackpore, Kolkata-700120
website : www.gandhimuseum.in ◆ e-mail : gandhimuseum.120@gmail.com
Editor : ***Professor Jahar Sen***
Published and Printed by **Dr. Pratik Ghosh**, Director-Secretary, Gandhi Smarak Sangrahalaya
Barrackpore, Kolkata-700 120 and Printed from Indian Art Concern, Kolkata
Subscription : ₹ 20.00